৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৭ আশ্বিন – ১৩ আশ্বিন, ১৪২৯ ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 48, 24 September - 30 September, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে আল কায়দার চার সদস্য ধরা পড়ার পর দুই ২৪

পরগনা, হাওড়া ও উত্তরবঙ্গে তিনটি মডিউল কাজ করছে বলে জেরায় জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা। এমনকি ১৯ জন জঙ্গিকে চিহ্নিত করা গেছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী গোয়েন্দারা। রাজ্যে ফের আলকায়দার হদিশ মেলায় চিন্তিত প্রশাসন।

রবিবার : তিনজন পরস্পর বিরোধী বয়ান দেওয়ায় প্রাক্তন তিন

শিক্ষা কর্তা পার্থ চ্যাটার্জী, শান্তি প্রসাদ সিনহা ও কল্যাণময় গ্যাংগুলিকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করলো সিবিআই। এদের আগের দেওয়া বয়ান একসঙ্গে বসে জেরার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন সিবিআই গোয়েন্দারা। তবে এরা যে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা এদের বয়ানেই স্পষ্ট।

সোমবার : গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মন্ডল সহ অনেকে ধরা

পড়লেও গরু পাচার যে চলছে তা আবারো প্রমাণ করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। অবৈধ ভাবে নিয়ে যাওয়ার সময় ৪৮ টি গরু সহ তিনটি ট্রাক আটক করলো পুলিশ। এর আগে ৩৬টি গরু সহ আরও গাড়ি আটক করে রামপুরহাট থানা। ধরা হয় দুজনকে।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার ধরা হোলো এসএসসির

প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে। তাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে সিবিআই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গ্রেফতার হওয়াকে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বুধবার : বীরভূমের মোলডাঙায় এক শিশু হত্যাকে কেন্দ্র করে

গ্রেফতার করা হয়েছে প্রতিবেশী এক মহিলা ও তার মাকে। ওই মহিলার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এলাকার লোকজন। এখনও চরম উত্তেজনা রয়েছে। মোতায়ন করা হয়েছে পুলিশ ফোর্স।

বৃহস্পতিবার : অবৈধ নিয়োগ হওয়ায় চাকরি গিয়েছিলো

৯২৩ জনের। সেই খালি পদে অপেক্ষারতদের থেকে অবিলম্বে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিত গাঙ্গুলী। ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট দিতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। জানাতে হবে নবম দশমে ভুয়ো নিয়োগের সংখ্যাও।

শুক্রবার : আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তিন মাসের মধ্যে সরকারি

কর্মীদের ডিএ না দিয়ে শেষ মুহূর্তে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই আর্জি খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত অবাননার মামলার শুনানি হবে আগামী নভেম্বর মাসে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নানা বঞ্চনার অভিযোগ ‘কৃষকবন্ধু’ সংগঠনের

কুনাল মালিক

গত ২১ সেপ্টেম্বর আলিপুরে জেলা উপকৃষি অধিকর্তা অরুণ কুমার বসুর কাছে নানা দাবিতে ডেপুটেশন দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল কৃষকবন্ধু এমপ্লয়িস অ্যাসোসিয়েনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ইউনিট। সংগঠনের দাবি ও অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্য কমিটির সভাপতি শোভন নস্কর বলেন ‘কৃষক বন্ধু’ প্রকল্পের শুরুর দিন থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করার পরও আমাদের ভবিষ্যৎ নেই। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ‘কৃষকবন্ধু’ ডাটা এন্ট্রি অপারেটারদের সমস্ত ডাটা ফাইল করে নবান্ন স্থিত এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হলেও তা দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা হয়েছে। নোটিফিকেশন নং ১২২-আই টি/০৬/২০২০/পিএন্ড এ আর-ই গভঃ অনুযায়ী রাজ্যে সমস্ত প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা (রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, খাদ্য দপ্তর, পিডব্লুই ডি ইত্যাদি) ৬০ বছরের কর্মজীবনের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তথাপি ‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীদের কেন এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অতি দ্রুত নবান্ন স্থিত এগ্রিকালচার দফতর থেকে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ফাইলটি বিজ্ঞপ্তি জারি মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্যের আওতায় আনতে হবে। সংগঠনের সভাপতির দাবী সারা রাজ্যে তাদের ৭৫০ জন সদস্য-সদস্যা আছেন।

কৃষি দফতরের উপ অধিকর্তা অরুণ কুমার বসু তাদের জানান তিনি বিষয়টি রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের ডিরেক্টরকে বিস্তারিত জানাবেন।

অবৈধভাবে পুকুর ভরাট

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুর

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় মাত্র কয়েক দিন আগে অর্ডার দিয়েছিলেন, পুকুর ভরাট সহ সমস্ত রকম বেআইনি কাজ যারা করবে, পুলিশ যেন তাদের নামে এফআইআর করে। দু সপ্তাহ পার হয় নি, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সোনারপুর (পশ্চিম) নতুন পল্লি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ৮ কাঠা পুকুর ভরাট করে বহুতল বাড়ি বানাচ্ছেন, তাপস বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রণবেশ মণ্ডল জানান , তিনি রীতিমত বাধা দিয়েছিলেন, তার কথায় পাত্তাই দেননি। তাহলে বুঝতে হবে পুরসভার অনুমতি ছাড়া এ কাজ করা যায় না, যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্ক করছেন। পরিবেশের ক্ষতিকর অবস্থা রোধ করা, বাস্তু তন্ত্রের ভারসাম্য জরুরি হয়ে পড়েছে। পুকুর ভরাট করা অত্যন্ত বেআইনি কাজ, তা -সে -যেই করুক। প্রশাসনিক ভাবে ব্যাপারটা উপেক্ষা করা হচ্ছে নাকি একশ্রেণীর মদতে যা আকছার ঘটে। খুব উপর থেকে আবার নজর পড়ে না।

এভাবে অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বচ্ছ ভাবে প্রশাসন চালানো যায় না, জনরোষ তৈরি হতে পারে। স্বয়ং কাউন্সিলর যেখানে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে এ ধরনের অবৈধ নির্মাণ বন্ধ হোক, মুখ্যমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভাব মূর্তি রক্ষায় প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ।

ব্যাঙ্ক বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

মলয় সুর

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বেসরকারি করণের পথে হাঁটছে কেন্দ্র, এই অভিযোগে সরব বিরোধীরা। তালিকায় রয়েছে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কও। ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বাঁচানোর দাবিতে

আলোচনা সভা হলো বুধবার বিকেলে শ্রীরামপুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে গীতা ভবনে। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক অফিসার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস, কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ মণ্ডল, ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি দেবাশিস মণ্ডল, জোনাল সহ সভাপতি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সমরজিৎ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ পুঁজিপতিদের লাখের খিদে দেশকে ধ্বংস করছে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলেছে। ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের ৫৪তম বর্ষে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সমাপ্ত করার প্রচেষ্টায় মগ্ন। আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শিল্পপতি, কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সরকারি ব্যাঙ্কের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এরপর পাঁচের পাতায়

বঞ্চনায় সরব এবার মৎস্যজীবীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিমিটেডকে মৎস্যজীবীদের জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পে দেওয়া সরকারি অর্থের ব্যাপক লুঠ হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি পদাধিকারী এবং কায়েমী স্বার্থন্বেষীদের দ্বারা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এমনই অভিযোগ করলো দক্ষিণ বঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। ফোরামের পক্ষে সভাপতি দেবাশিস শ্যামল বলেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারি অর্থের দুর্নীতি মুক্ত ব্যবহার ও সরকারি প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের জন্য দক্ষিণ বঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করে আসছে। তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি পারস্পরিক সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন দশা-৩ প্রকল্পের অধীনে এনসিডিসি-র

কাছ থেকে বেনফিশ মোট ৩৩২৬৫১০০০ টাকা পেয়েছিল। এই টাকার মধ্যে ১৭৮১৮১৭৭৫ টাকা ছিল ঋণ বাবদ এবং ৭৬১৯২০০০ ছিল ভর্তুকি বাবদ। এছাড়া ৭৮২৭৪০০০ ছিল রাজ্য সরকারের অংশ। বেনফিশ কর্তৃপক্ষ প্রভাবশালী লোক এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সামুদ্রিক সমবায় সমিতির গুলির কিছু দুর্নীতি পরায়ন পদাধিকারীর যোগসাজশে কতিপয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর কাছ থেকে প্রকল্পটির সুবিধা লাভের জন্য আবেদন সংগ্রহ করে। যাতে বিষয়টি জানাজানি না হয় তাই কোনও সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেয় নি। ফলে যোগ্য মৎস্যজীবীরা আবেদন করতে ব্যর্থ হয়। অভিযোগ যে বেনফিশ সংগৃহীত ওই আবেদন পত্রের অনেকগুলি ভুয়ো। আবেদন পত্র সংগ্রহের পর বেনফিশ সমবায় সমিতিগুলিকে শুধু ভর্তুকির অর্থ প্রদান করে। তারপর ওই টাকাটা দুর্নীতির সাথে যুক্ত লোকেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

উৎসবের আগে ডেঙ্গুর থাবা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দুর্গোৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এই উৎসবের মুখে সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ সালে এই জেলায় ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। যার ভয়াবহতা মানুষ আজও ভোলেনি।

এরপর করোনা মহামারীর প্রকোপে ২০২০ ও ২০২১ এই দুই বছরে লকডাউনে সাধারণ মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা শোচনীয়। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে না হতেই আবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের চোখ রাঙানি। ফলে উৎসব নিয়ে সাধারণ মানুষ রীতিমতো চিন্তিত বলে মনে করছেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞমহল। তাদের মতে অতীতের অভিজ্ঞতা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কারণ সে সময় এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় দেড় শতাধিক।

ইতিমধ্যে বসিরহাটে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। স্বরূপনগর সাড়াপুল হাসপাতালে, সন্দেশখালি ঘোষপুর হাসপাতালে, বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন বহু রোগী, বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। স্বরূপনগর সাড়াপুল হাসপাতালের চিকিৎসক সঞ্জয় পাত্র জানান, আগের অভিজ্ঞতা থেকে আগেভাগেই কাজ শুরু করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদেরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধান নগর, দমদম, কামারহাটি, আমডাঙা, দেগঙ্গা সহ বারাসতেও। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় চার শতাধিক মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত। পাশাপাশি হাবড়া, অশোকনগর গোবরডাঙাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের পূর্ব কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ‘সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলোর উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বার্তা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। বন বড় ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড রাখতে বলা হয়েছে প্যান্ডেলের গায়ে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ বারাসত স্বাস্থ্য জেলার সিএম ও এইচ ডা. সমুদ্র সেনগুপ্তকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘জেলা শাসকের অনুমতি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারব না।’ বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ জন ভর্তি হয়েচেন। দিনের মধ্যে চারবার করে তাদের দেখভাল করা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি এখান থেকে যেন কোনও রোগীকে কলকাতায় যেতে না হয়। আমাদের যেমন পর্যাপ্ত বেডের ব্যবস্থা আছে তেমনই ডেঙ্গু মোকাবিলায় উন্নত মানের চিকিৎসাব্যবস্থাও আছে। এখানে সোম থেকে রবি সাত দিনই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।’ এমনকি ডেঙ্গু মোকাবিলায় বারাসত জেলা হাসপাতাল যথেষ্ট প্রস্তুত বলেও দাবি করেন সুপার। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক তাপস সরকার বলেন, বারাসত এখন প্রোমোটিংয়ের শীর্ষ স্থানে। ফলে নির্মীয়মান বিভিন্ন খালি জমিগুলিতে বছর দুই আগে ঠিক হয়েছিল জমির মালিকদের ডেকে পরিষ্কার করতে বলা হবে। কিন্তু পুরসভা থেকে সে ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ পরবর্তীতে আর নেওয়া হয়নি। মশা মারার তেলও পুরসভার পক্ষ থেকে ঠিকমত দেওয়া হয়না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার ডেঙ্গু রোধে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথ বলা হলেও, কার্যত পরসভা ও পঞ্চায়েতগুলো সেস নির্দেশিকা পালনে যথেষ্ট উদাসীন।’

শাস্ত্রের মহাপুজো এখন শুধুই উৎসবের আতিশয্য

প্রিয়ম গুহ

দুর্গা পুজোর দামামা বেজে গিয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। ইউনেস্কোর থেকেও কলকাতার দুর্গা পুজো ছিনিয়ে নিয়েছে তকমা। সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই অকালবোধন মহামায়ার মহাপুজোয়। হৈ হৈ রৈ রৈ করে পুজোর তকমা এখন বদলে গিয়েছে শারদ উৎসবে। কলকাতার পুজোর পরশ এখন আর হয়তো মানুষের মনে লাগে না, শুধু উৎসবের হাতছানিতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া। তাই জন্যই হয়তো পুজোর কটা দিনে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার চলে যাওয়ার ধুম বেড়ে গিয়েছে। বাসে ট্রেনে টিকিট অমিল বিভিন্ন জায়গার হোটেলের ঘর মেলা ভার। এতে অবশ্য মন্দের ভালো পর্যটন ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পালে হাওয়া লেগেছে। আগে কলকাতায় ফেরার ধুম ছিল এখন তার ঠিক উল্টো।

ইতিমধ্যেই উৎসবের সূচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ফিতে কাটার মাধ্যমে যদিও পুজোর সূচনা হতে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি। সামাজিক মাধ্যমে ঝড় উঠেছে অকালে অকালবোধনে উদবোধনের নির্ঘন্ট নিয়ে। নতুনের ছোঁয়ায় পুজো এখন বেশ অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছে কারণ রাজনীতির মিশ্রণে এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। ইজেডসিসি-র বিজেপির দুর্গা পুজোয় এবার মহিলা পুরোহিত সুলতা মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পুজো হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সে নিয়েও তাদের অন্দরে কিছু মতবিরোধ চোখে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে রাজনীতি সবই পারে। সনাতনী ধ্বজাধারী বিজেপি বামপন্থীদের মতভাব নিতে বেশি ভাবতে হয় না।

এ বিষয়ে এক দীর্ঘ আলোচনার বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার পরে আরও বেশি করে মহিলারা সব জায়গায় এগিয়ে চলেছেন। তাই মায়ের পুজোতে কেন তারা থাকতে পারবে না তাই এ বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি কোথাও লেখা থাকে আমাকে তাহলে দেখান। অন্যান্য ধর্ম পুরুষ কেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম মহিলাদের সম্মান জানায় আমরা মহিলাদের পুজো করি। পতিতালয়ের মাটি থেকে প্রথমে মায়ের মূর্তি গড়া শুরু হয়। জন্মেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ব্রাহ্মনত্ব ধারণ করতে হয় জ্ঞান এবং তার কাজের মাধ্যমে। বহু আগে যেমন ছেলেদের পৈতে হয় তেমন মেয়েদেরও পৈতে হতো। তাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মনে হয়েছে মায়ের আরাধনা মায়ের হাতেই হবে।

বেলডাঙ্গার ভারত সেবা আশ্রমের কার্তিক মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষে এমন কিছু কোন দিনও হয়নি মহিলাদের মধ্যে আমাদের গার্গী, অপলা, লোপা, ঘোসা, মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী আছেন। এনারা অনেক উপনিষদ লিখেছেন শ্লোক রচনা করেছেন কিন্তু পুজোয় ব্রতী হওয়ার কথা কোথাও নেই। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দু সমাজের সব শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু ব্রাহ্মণের আসনটাকে তিনি ঠিক রেখেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কোকোটার উপরে থাকছে আকর্ষণীয় ছাড়

পুজোতে চমকাবে আপনার বাড়ি

মধুশ্রী প্লাস্টিক এন্ড কালার -এর সাথে

এখানে Asian Paints কোম্পানির রং ও পুট্টি খুচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

প্রো- নারায়ণ হালদার ● ফতেপুর বাইপাস মোড়, ফলতা রোড (রেখালয়ের সন্নিকটে), ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৫১৩ ● যোগাযোগ ৬২৯০৮৪৬৪৭০ / ৯৭৩২৭৫৯০৭১

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 48, 24 September - 30 September, 2022

গজরালেও কারেকশনের ঘনঘটা নামবে না

পার্থসারথি গুহ

ফের একটা কারেকশন যে দেখতে হতে পারে তার আভাস দেওয়া হয়েছিল আগেই। বস্তুত, সেভাবেই একটা ছোটখাটো সংশোধনীর প্রতিফলন চোখে পড়ছে ভারতীয় অর্থবাজারে। এখন যেটা আকারে ছোট বলে মনে হচ্ছে আগামীতে তা কতটা বড় হয়ে উঠতে পারে চিন্তা বা দুশ্চিন্তা এখন তা নিয়েই। এটা ঠিক ১৭ হাজারের জায়গাটা যে নিফটির ক্ষেত্রে বড় সাপোর্ট হয়ে দেখা গিয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রশ্ন হল এই মোক্ষম জায়গাটাও ভেঙে যাবে কিনা? কারণ অতীতে বহুবার এভাবে বাজারের ওলট-পালট হওয়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে। যখন মানুষ এখানে ভালো ভাবতে শুরু করে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে কেনা আরম্ভ করে ঠিক তখনই পালটে যেতে থাকে ছবিটা। আবার উলটোটাও ঘটে এখানে প্রতিনিয়ত। সবাই যখন বাজার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন বা কেনার সরণি থেকে যোজন দূরে অবস্থান করতে শুরু করেন তখনই বাজার ব্যাপক তুঙ্গি হয়ে ওঠে। এ ধরনের

অর্থনীতি

ঘটনা যে এক-আধবার ঘটছে তা নয় মোটেই, বারবার এমন ঘটনায় আলোড়িত হচ্ছে শেয়ার বাজার। এই ঘটনা যে শুধু ভারতের বাজারকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় তা নয়।

শেয়ার বাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক-একটি

কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপর হালফিলে গত জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১৫-২০ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে নিচের জায়গা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ওঠা। আসলে এসব জায়গায় রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩-৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ২২-২৫ হাজার। এর ওপরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আপনি-আমি ভাবলাম, আর কারেকশন হয়ে গেল তা তো নয়। বরং এটাও হতে পারে একটানা লম্বা একটা বুল রান প্রত্যক্ষ করল ভারত ও তার টিম শেয়ার মার্কেট। যদিও এখনকার পরিস্থিতি তেমন ইতিবাচক কিছু শোনাচ্ছে না। আবার একেবারে মুহ্যমান হয়ে থাকার মতো হতাশার কথাও তুলে ধরছে না।

এই বাজারে অনেক শেয়ার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এই দুয়ের সমন্বয় করে যারা বিচার করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক লগ্নিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : অর্থ হানি যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যালকোহল জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। সরকারি চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম করায় মান-সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পীসত্তা ও প্রতিভার বিকাশ। তবে অর্থের অপচয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : এক টুকরো তামা পকেটে রাখুন।

বৃষ রাশি : মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। চাকরিতে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ মামলায় নিশক্তির সম্ভাবনা। তীর্থস্থানে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যর্থ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কোনো বট গাছে ঘিএর প্রদীপ দিয়ে পুজো।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি। ভাই-বোনকে রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে বলুন। নিজে সতর্ক হয়ে রাস্তা পারাপার হোন। ব্যবসা ক্ষেত্রে আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। সরকারি ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযো ও ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশ বা বিষ্ণু পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য অশান্তি থাকলেও তা সমাধানের পথে। ব্যবসার প্রসারতায় সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডাক্তার, রানীতিবিদ, উকিল, নেতা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার করণ। বেকারদের চাকরির সুযোগ। পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : গুরুজনদের প্রণাম করে বেরোবেন।

সিংহ রাশি : চাকরি পাওয়ার সুযোগ এলেও শারীরিক কারণে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি জীবীদের পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ বিদ্যমান। ভাই-বোনকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য ও মান লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শেষ। জলে ভ্রমণ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : বিষ্ণুর মৎস্য ভাতার কথা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগযোগ রয়েছে। চাকরিতে সমস্যা থাকলেও বাধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। চোখের সমস্যা নার্ভের রোগ ও শ্লেষ্মা ঘটিত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সঙ্গীতাদি ও চারু কলা লেখনী থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : চিনি খেয়ে বেরোবেন।

তুলা রাশি : অকারণে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরীতে বদলির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি এবং উন্নতিতে বাধা। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হলেও আরোগ্য লাভের আশা রয়েছে।

প্রতিকার : গণেশের লাড্ডু ভিখারীদের বিতরণ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সুষ্ঠ সমাধানের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের থেকে কোনো শুভ সংবাদ বা ফল লাভের সম্ভাবনা। সমস্ত কর্মে বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর। গুহ্য রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

ধনু রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। আর্থিক দিক দিয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে জেল পর্যন্ত হতে পারে। সাবধানে রাস্তা পার হোন।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি গরিবকে খাওয়ান।

মকর রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য কাটিয়ে উঠবে ভাইবোনের সম্পর্কের উন্নতি। মূল্যবান তথ্য বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। চাকরিতে উন্নতি আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। জলীয় দ্রব্য ব্যবসায় অগ্রগতি। শিল্পী সত্তার বিকাশে মান-সম্মান বৃদ্ধি।

প্রতিকার : হলুদ বর্ণের ফুল গাছ লাগান।

কুম্ভ রাশি : মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। চাকরিতে পদোন্নতিতে বাধা। দাম্পত্য জীবনে মানসিক অবসাদ হওয়ার সম্ভাবনা। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। সঞ্চয়ে বাধা, বিয়েতে বাধা।

প্রতিকার : কালো এবং সাদা মুক্তোর মালা গলায় পরুন।

মীন রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরিতে বদলির সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। আয় ভরে খুব শুভ নয়। স্বাস্থ্য যাতে ব্যয়বৃদ্ধি। ব্যবসায় প্রসারতায় সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গরুকে হলুদ ছোলা খাওয়ান।

উত্তরের আঙিনায়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বাড়ছে ডেঙ্গু আর এই কারণে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম। শিলিগুড়িতে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু। আর মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ মানুষের। পুর প্রশাসন কোনও কাজই করতে পারছে না, তাই শিলিগুড়ির দুই এবং তিন নং বোরো অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার জানান এই অপদার্থ সরকার একেবারেই ব্যার্থ ডেঙ্গুর প্রতিরোধ করতে। তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে ডেঙ্গুর প্রতিরোধের জন্য আবেদন করছি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে জমা জলকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কারণ, পরিষ্কার জল থেকেই ডেঙ্গুর জীবানু ছড়ায়। এদিন সিপিএমের পক্ষ থেকে ২ নং বোরো চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন হয়ে দেওয়া হয়। ডেঙ্গুর মশাকে নির্মূল করতে হবে এই দাবিও রাখা হয় ২ নং বোরো চেয়ারম্যানের কাছে।

সুষ্ঠ পুজোর ব্যবস্থাপনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পুজো। শিলিগুড়িতে যাতে পুজো ঠিকভাবে এবং ঠিকমত হয় সেটা সরেজমিন ঘুরে দেখলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং পুরকমিশনার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা। এদিন মেয়র শিলিগুড়ির বেশকিছু এলাকা ঘুরে দেখেন এবং যে যে জায়গাগুলি দিয়ে কার্নিভাল যাবে সেটাও ঘুরে দেখেন। এদিন মেয়রের সাথে ঘুরে দেখেন শিলিগুড়ির নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চর্তুবেদি এবং অন্যান্য পুলিশের কর্তারা। এদিন মেয়র জানান আমাদের এবারে শিলিগুড়িতে নতুন করে কার্নিভাল হচ্ছে তাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য যাতে এই কার্নিভাল যেন ঠিকভাবে পরিচালিত করা হয়। এবারে শিলিগুড়িতে দুর্গাপুজো একটা আলাদা মাত্রা পাবে। তাই আমাদের লক্ষ্য, গোটা শিলিগুড়িকে পরিষ্কার এবং সুন্দর রাখা। মেয়র এদিন জানান, তিনি শিলিগুড়ির বড় বড় ক্লাবগুলির সাথে আলোচনা করে সবকিছু ঠিক করবেন। এদিন মেয়র গৌতম দেবের সাথে উপস্থিত ছিলেন এম আই সি এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্যান্য আধিকারিকেরা।

শিলিগুড়ির আইকন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজু দাস শিলিগুড়ির তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অন্যতম আইকন। সেবামূলক কাজ বলতে গেলেই তৃণমূল যুব কংগ্রেস এখন রাজু দাসকেই বোঝায়। মানুষের বিপদে মানুষের প্রয়োজনে পাওয়া যায় দাদাকে এমনটাই প্রচলিত আছে শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস মহলে। একধারে ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে রাজনীতিবিদ হিসাবে রাজু দাসের নাম অপরিহার্য শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকাজুড়ে। খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে জুড়ি মেলা ভার রাজু দাসের। শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ডেই দরকার হলে দৌড়ে যান রাজু দাস, এমনটাই প্রচলিত আছে শিলিগুড়ির মানুষের কাছে। নিজে প্রায় সব পূজাই করেন। আবার কেউ যদি পূজা করেন তাকেও উৎসাহ দেন তিনি। আমি মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসি এবং বিপদে আপদে তাদের পাশেই দাড়াতে চাই জানালেন তিনি। এভাবেই চলতে চান শিলিগুড়ির ব্যাবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ রাজু দাস।

কার্বাইড বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটর গ্যারেজে কার্বাইড ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে আহত হলেন পাঁচ জন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশের একটি মোটর গ্যারেজে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কার্বাইড ট্যাঙ্কের গ্যাস দিয়ে কাজ করার সময় আচমকাই ট্যাঙ্কটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেইসময় পাশের একটি খাবারের দোকানে বেশ কয়েকজন খাবার খাচ্ছিলেন।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা চারজনকেই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

বিদ্যুতহীন হাসপাতাল

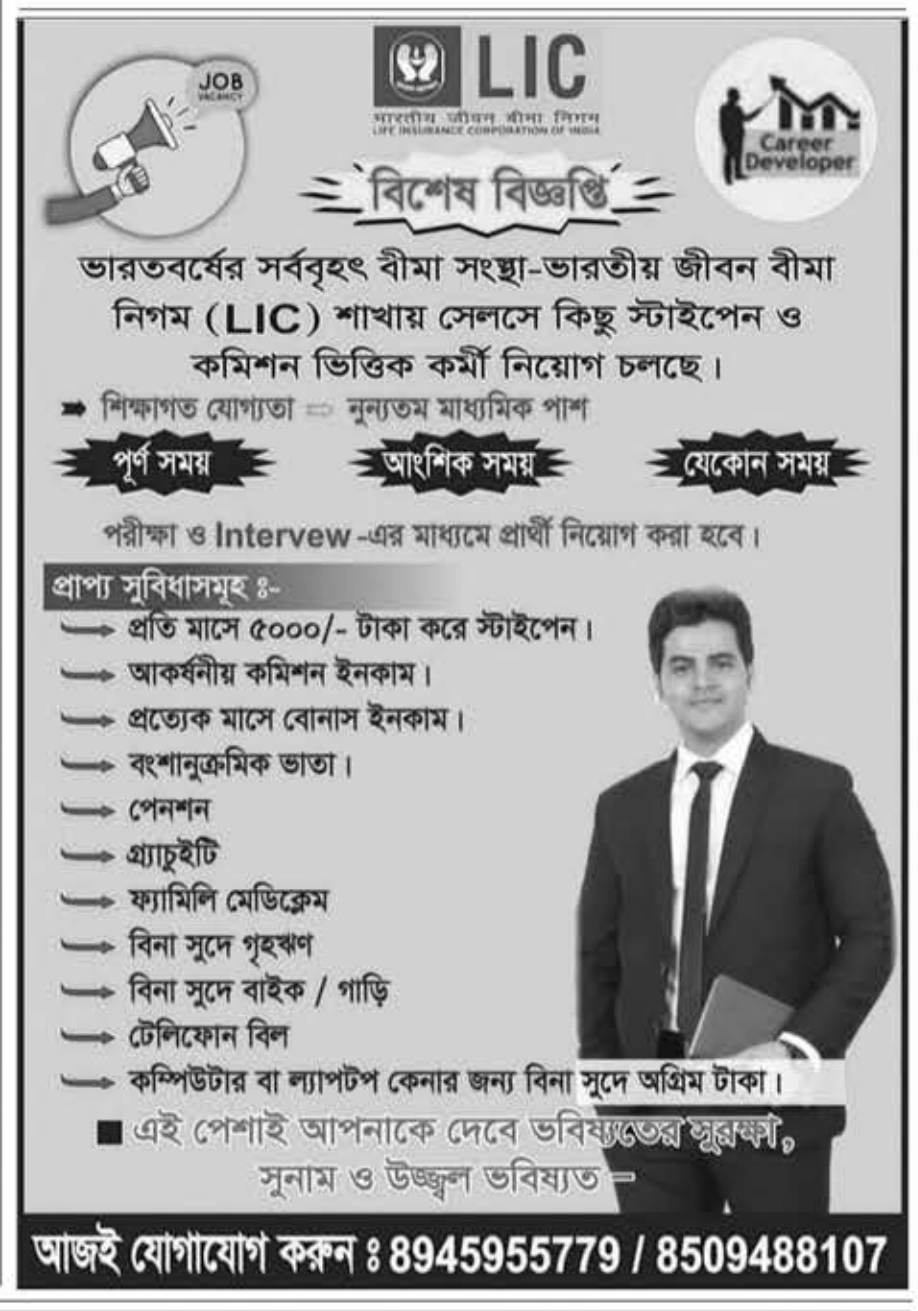

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় রোগীদের, ও ডাক্তার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের।

এদিন বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে হাসপাতাল। বিদ্যুত চলে যাবার পরেও জেনারেটর চালু হয় নি। বাধ্য হয়ে টর্চ লাইট ও মোবাইলের ফ্লাশ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয় বলে জানা গিয়েছে। বিদ্যুত না থাকার কারণে লিফিট বন্ধ ছিল। সেই কারণে চরম অসুবিধায় পড়েন রোগীরা ও তার পরিবারের লোকেরা।

বিক্ষোভ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু। আর মৃত্যু হচ্ছে সাধারন মানুষের। পুর প্রশাসন কোন কাজই করতে পারছে না, তাই শিলিগুড়ির দুই এবং তিন নং বোরো অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার জানান এই অপদার্থ সরকার একেবারেই ব্যার্থ ডেঙ্গুর প্রতিরোধ করতে। তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে ডেঙ্গুর প্রতিরোধের জন্য আবেদন করছি। আমাদের দাবী অবিলম্বে জমা জলকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কারন পরিষ্কার জল থেকেই ডেঙ্গুর জীবানু ছড়ায়। এদিন সিপিএমের পক্ষ থেকে দুই নং বোরো চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন হয়ে দেওয়া হয়।

BUDGE BUDGE NANGI CO-OPERATIVE BANK LTD.
63, M. G. ROAD, KOLKATA -700 137. PH. NO. 2470-2868
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2022

Previous Year	CAPITAL & LIABILITY	Shd.No	Current Year	Previous Year	ASSET	Shd. No.	Current Year
	1.CAPITAL				1.CASH IN HAND		12,14,365.19
	a) Authorised Capital .....Shares of ....each		70,000,000.00				
	b) paid up capital		51,62,560.00		2.BALANCES WITH BANKS	5	12,43,30,681.27
	2.RESERVE FUND & OTHER RESERVES	1	2,58,69,660.20				
					3.INVESTMENTS		
	3.DEPOSIT	2	22,76,29,488.33		a) G.O.I. Bond	15	8,02,21,650.00
					b) Other Investments	6	62,34,907.16
	4.INTEREST PAYABLE	3	19,93,831.00				
					4.LOANS & ADVANCES	7	2,35,42,389.00
					5.INTEREST RECEIVABLE		
	5.OVERDUE INTEREST RESERVE		55,10,143.00		a) On Investments		
					i) on GOI		11,47,653.00
					ii) Others		55,15,879.00
					b) On Loans and advances	8	56,05,290.00
	6.OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	4	1,44,61,069.75		5.OVERDUE INTEREST RESERVE		55,10,143.00
					Deaf account to RBI		1,92,151.50
	Deaf account		1,92,151.50		6.FIXED ASSETS	9	14,18,135.00
					7.OTHER ASSETS	10	96,33,180.21
					8. Accumulated Loss (P/L appropriation A/c)	17	1,41,30,352.86
	TOTAL		28,08,56,003.78		TOTAL		28,08,55,003.78

CONTINGENT LIABILITIES: Deposit Liability transferred to DEAF (Depositor Education & Awareness Fund) for Unclaimed Deposit for more than 10 years for ... number of accounts for 1,92,151.50

Accountant, Budge Nangi Co-OP Bank
NIRANJAN DAS, Manager
ABHIJIT DUTT & ASSOCIATES, Chartered Accountants
Special Officer, Budge Budge Nangi Co-Op. Bank

শব্দবার্তা ২১৮

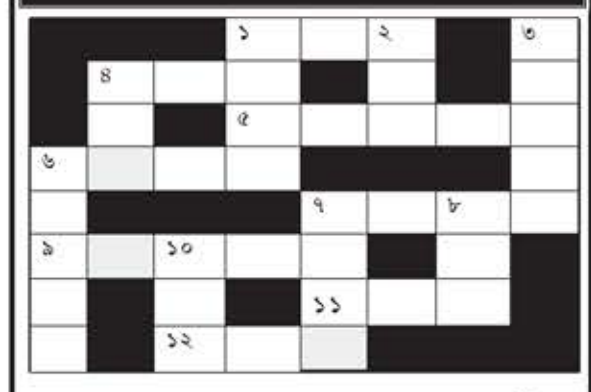

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সূর্য, রবি ৪। যুগন্ধর ৫। পেশাদার বাদক ৬। বিচারবিবেচনা ৭। স্বীকার, কবুল ৯। শাক্ত ১১। অবস্থা, দশা ১২। মণি।

উপর–নীচ

১। সাক্ষীদের আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ ২। পুত্র ৩। হুঁশিয়ার, সাবধান ৪। শক্তিশালী ৬। স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনি ৭। প্রচুর পরিমানে ৮। শোভমান ১০। মেরামত, সংস্কার।

সমাধান : ২১৭

পাশাপাশি : ১। সাবধান ৩। মসনদ ৫। লশকর ৭। প্রদরজ ৯। রমজান ১০। তলোয়ার।

উপর–নীচ : ১। সাইকেল ২। নমস্কার ৪। দরবার ৬। শনিবার ৭। পদানত ৮। জলধর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উইনার্স টিমের টহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কয়েকদিন পরেই পুজো। চলছে পুজোর আগে শেষ কয়েকটা দিনের পড়াশোনা। ইদানিং জয়নগর

থানা এলাকার স্কুলের আশেপাশে স্কুল খোলা ও বন্ধের সময়ে বেশ কিছু রোমিও বা ইভটিজার ভিড় বাড়াচ্ছে। স্কুল ছাত্রীদের সাথে অশালীন আচরণ করছে। আর এই ধরনের অপরাধ কমাতে এবারে এগিয়ে এলো জয়নগর থানা। স্কুল চত্বরে ছাত্রীদের ইভটিজারদের হাত থেকে রক্ষা করতে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার মহিলা উইনার্স টিম বুধবার বিকালে টহল দিল জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকার স্কুল চত্বরে। জয়নগর থানার এএসআই অরুণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এদিন স্কুটি গাড়ি যোগে টাউন এলাকার সবকটি স্কুল এলাকা ঘুরে টহল দিল এই টিম। মূলত এলাকার শপিং মল, বাজার, স্কুল ও কলেজ এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে এই মহিলা উইনার্স টিম কাজ করছে জয়নগর থানা এলাকায়।

বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট আহ্বান করেছে বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব গ্রেটা থুনবার্গ-দের সংগঠন ফ্রাইডেস ফর ফিউচার। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কুলপড়ুয়া থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবেন। সাগর ব্লকের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সারা রাজ্য জুড়ে সর্বস্তরের মানুষকে এই ধর্মঘটে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

বিপন্ন বিশ্ব পরিবেশ। বিশ্ব উষ্ণায়ন জনিত আবহাওয়া পরিবর্তন আজ তামাম বিশ্বের মনুষ্য সভ্যতার অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আবহাওয়া পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে খরা, বন্যা, দাবানল, হিমবাহ গলন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, সাইক্লোন, জলসঙ্কট, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, সর্বোপরি মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর তীব্র সংকট নামিয়ে এনেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি থেকে আটলান্টিকের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চল সহ সমগ্র পৃথিবীর উপকূলবর্তী অঞ্চল আজ জলমগ্নতার আশঙ্কায় বিপন্ন। এই সুতীব্র সংকটের সবথেকে বড় প্রভাব পড়ছে সারা বিশ্বের গরিব মেহনতী মানুষ, আদিবাসি মানুষ, জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ, বৃদ্ধমহিলা এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের ওপর।

মানুষের সীমাহীন লোভ, ভোগলিপ্সা, প্রাকৃতিক সম্পদের বল্গাহীন লুণ্ঠন আজ মনুষ্য সভ্যতাকে লাল সংকেতের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। উপনিবেশবাদী দেশগুলি বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের

লুটতরাজ করেছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধনী দেশগুলি, কর্পোরেট সংস্থাগুলি সীমাহীন মুনাফার স্বার্থে, লুটেরা আর্থিকনীতির মাধ্যমে দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে। এই লুট করা প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে ভোগ্যপণ্য তৈরি করতে কারখানার চিমনি দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে নির্গমন করছে, যার ফল স্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন। সম্পদের এই অসম বন্টনে একদিকে যেমন বিশ্বজুড়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, কর্মহীনতা অন্যদিকে যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফা এবং বল্গাহীন ভোগের স্বার্থে সম্পদের এই সীমাহীন অসমবন্টন ব্যবস্থাই আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ঐতিহাসিকভাবে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনের জন্য মূল দায়ী ধনী রাষ্ট্রগুলি। ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলিকে আজকের এই সভ্যতা বিপন্নতার দায় নিতে হবে। ধনী দেশগুলিকে লুণ্ঠিত দেশগুলির জন্য দিতে হবে ক্ষতিপূরণ যাতে এই বিপন্নতার সময় সেই সব দেশগুলি আবহাওয়ার পরিবর্তন জনিত সংকট মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। বিদ্যালয়ে র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন মুনাফা নয় বড় করে দেখতে হবে মানুষকে। যে লুণ্ঠনের এবং ভোগের ব্যবস্থা আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সংকট কে ডেকে আনে, পরিবর্তন করতে হবে সেই ব্যবস্থাটাকেই – এই দাবি করছে ফ্রাইডেস ফর ফিউচার। নাহলে এ বিশ্বের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে তা আতঙ্কের। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে গেলে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির বোঝাপড়া এবং চুক্তিগুলিকে অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত প্রতিবেদন গুলিকে মান্যতা দিয়ে দেশগুলির অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং এই সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করে তাকে কার্যকর করার ভূমিকা নিতে হবে অবিলম্বে।

আমাদের দেশের সরকার ২০২০ সালে এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কে কার্যত লঘু করে দিল, ২০২২ সালে আদিবাসীদের বনাঞ্চলের অধিকার আইনকে খর্ব করল, পরিবেশ আইন ১৯৮৬, বায়ু দূষণ আইন ১৯৮৭, জল দূষণ আইন ১৯৭৪ কে খর্ব করল। উন্নয়নের নামে পরিবেশ আইনগুলির রক্ষা কবচ ভেঙে চুরমার করার নীতি গ্রহণ করা হলো। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

অবিলম্বে কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে সৌর, বায়ু, ছোট জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অর্থাৎ অচিরাচরিত শক্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং এমন গবেষণা ও পরিকল্পনার পথ নিতে হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে অচিরাচরিত শক্তিই মূল শক্তির ভান্ডার হয়ে উঠতে পারে। কলকারখানা থেকে গ্রিন হাউস গ্যাসের উদগীরণ দ্রুত কমিয়ে আনতে হবে। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার কমিয়ে এনে বিকল্প ব্যবস্থায় কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। ধীরে ধীরে গণ পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তি জীবনে শক্তির ব্যবহার এবং কার্বনডাইঅক্সাইড বা গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার মতো শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে হবে। সার্বিকভাবে এই সংকট মোকাবিলায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাটাকে আপাদমস্তক বদলে নতুন পথে চলার শপথ গ্রহণ করতে হবে আজ, নাহলে বিজ্ঞানীরা যে আশঙ্কা করেছেন ষষ্ঠ প্রজাতি বিলোপের, সেই আশঙ্কাই সত্যি হবে। আমরা কি তা হতে দিতে পারি? না কখনোই পারি না। মানুষ যখন এই অবস্থা তৈরি করেছে মানুষই পারবে এই অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে।

এই প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখেই আসুন আমরা আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট সফল করে তুলি।জল ভরো,জল ধরো। বৃষ্টির জলধরুন ,তার ব্যবহার করুন।

আধুনিক ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের আগে বেহালা পশ্চিম প্রান্তস্থিত ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডবাসী তাদের দীর্ঘদিনের বর্ষার জল জমার সমস্যার নিবারণে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন(প্রতি সেকেন্ডে ৪,৩০০ লিটার বৃষ্টির জল) পাম্পিং স্টেশন পেল। গত ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শকুন্তলা পার্কে এই পাম্পিং স্টেশনের দ্বারোদঘাটন করে পাম্পের সুইচ অন করলেন কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এডিবি'র অর্থে কেইআইআইপি(কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্প) এই পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করেছে। প্রকল্পের আনুমানিক খরচ হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। ১৪ নম্বর বরোর এই ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিশেষত বীরেন রায় রোড(পশ্চিম)সহ এই রোডের ডান পাড়াস্থিত অন্তত ১৪ টি গলি ও তস্য গলিপথে বর্ষার অল্প ও ভারী বৃষ্টিতে হাটু সমান জল জমে থাকতো তিন থেকে পাঁচ দিন। কোথাও সাত দিনের আগে সে জল নড়ে না। রিকশা, অটোরিকশা বন্ধ হয়ে যেতো। এবার এই পাম্পিং স্টেশন চালু হওয়ায় বর্ষার বৃষ্টির ওই জমা জল এই পাম্পিং স্টেশন দ্বারা ২ স ৮০০ মিলিমিটার ব্যাসের নতুন একটি পাইপ লাইপ দিয়ে সরাসরি এই স্টেশন থেকে প্রায় ১১৫০ মিটার দূরেস্থিত রাজ্যের সেচ দফতরের পরিচর্যায়িত বেগোর খালে

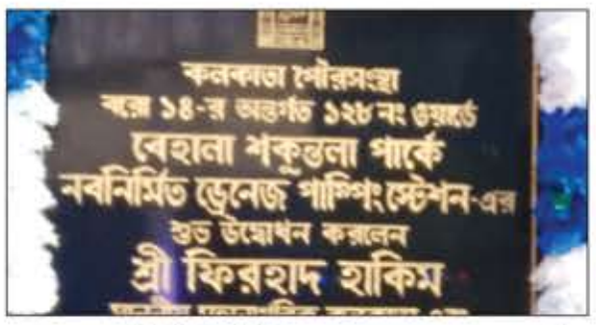

ফেলা হবে। এই পাম্পিং স্টেশন থেকে ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৩৬ হাজার আবাসিক এবং বীরেন রায় রোডের(পশ্চিম) বাম পাড়স্থিত ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপ ও রায়দিঘি এলাকার অতি সামান্য আবাসিক উপকৃত হবেন।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসংস্থা সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, এই পাম্পিং স্টেশনটি নতুন নয়। এখানে কর্মক্ষমতার পাম্পিং স্টেশন ছিল। সেটাকে আধুনিকীকরণ করে উচ্চক্ষমতার পাম্পিং স্টেশনের রূপ দেওয়া হল। ১৪,০৩৩ শতাংশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল। এখানে ড্রাই ওয়াটার ফ্লো'(ডিব্লুএফ) পাম্পিং স্টেশন ছিল। এটাকে স্টর্ম ওয়াটার ফ্লো'(এসডব্লুএফ) পাম্পিং স্টেশনে রূপ দেওয়া হল। সেকেন্ডে ১০০০ মিলিলিটার জল নিষ্কাশন করতে পারবে, এমন চারটি পাম্প এখানে বসানো হল। ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডসহ মহেশতলা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বৃহদায়তন শুভায়ন পার্কও তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চলের বর্ষার জমা জল এই পাম্পিং স্টেশন টানবে।

বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) এই জমিতে ন'য়ের দশকের শুরুতে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের(গ্যাপ) অধীনে শকুন্তলা পার্ক ড্রাই ওয়াটার ফ্লো নিকাশি পাম্পিং স্টেশন (নোট – সি) তৈরি হয়ে ছিল। গরম কালের নোংরা জল বের করে দেওয়ার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৭৫ মিলিলিটার ক্ষমতার চার পাম্প ছিল। তখন এই অঞ্চলে জনবসতি কম থাকায় প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ষার জল (স্টর্ম ওয়াটার ফ্লো) বেরিয়ে যেতো। কিন্তু বর্তমানে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় নিচু জমিতেও বাড়ি তৈরি হওয়ায় বর্ষার জল প্রাকৃতিক নিয়মে বের হওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়েছে। ফলে উচ্চক্ষমতার নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কলকাতা পুরসংস্থা ২০০৪ থেকে এখানে কেইআইআইপি'র কাজ শুরু করেছে। তারা লক্ষ্য করে বেগোর খালের প্রবাহ অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় আবার এই গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের পাম্পিং স্টেশনের কার্যক্ষমতা কম হওয়ায় বীরেন রায় রোড সংলগ্ন অঞ্চলে বর্ষার জল জমে থাকছে। সেই জন্যই এই স্টেশন নির্মাণ।

এদিন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে হুগলি নদীর পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা আগামী গ্রীষ্মের শুরুতে মিটবে। শকুন্তলা পার্কে যে সেমি-আন্ডার গ্রাউন্ড পোর্টেবল বুস্টার পাম্পিং স্টেশনটি(৩.০ মিলিয়ন গ্যালন) তৈরি করা হয়েছে, সেটি চালু করা হবে। এবং কেইআইআইপি – র প্যাকেজ – থ্রি প্রজেক্টে ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ প্রজেক্টটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং গ্রিনফিল্ডের কাছে ১৪ কাঠা জমিতে এটির মতো একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেইআইআইপি – র প্রজেক্ট ডিরেক্টর আইএএস বিভু গোয়েল, কেইআইআইপি – র ডিরেক্টর জেনারেল (ইঞ্জিনিয়ারিং) সৌমা গঙ্গোপাধ্যায়, স্থানীয় দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ কলকাতা পুরসংস্থার অধ্যক্ষ মালা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেফতারের দাবিতে পোস্টকার্ড পাঠানোর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বারুইপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার বারুইপুর জেলা পোস্ট অফিসে দুহাজার মানুষের সাক্ষর সম্বলিত পোস্ট কার্ড জমা দেওয়া হল। গুজরাটের বিলকিস বানো ঘটনার

সাথে যুক্ত যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ১১ জন ঘৃণ্য অপরাধীকে গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির দিনে যেভাবে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা তাদের মালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে তার প্রতিবাদে এবং এদের পুনরায় জেলে পাঠিয়ে আমৃত্যু জেলে রাখার দাবিতে এআইএমএস এস সংগঠনের রাজ্যকমিটি সারা রাজ্যজুড়ে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে হাজার হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চিঠি পাঠানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর সেই মতো বুধবার জেলার প্রধান ডাকঘর বারুইপুর ডাকঘরে এই পোস্টকার্ড পাঠানোর কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রধান বিচারপতির কাছে এই পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠানোর কর্মসূচিতে বহু মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

আমতলা হাসপাতালে বিজেপির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে আমতলা হাসপাতাল ও চণ্ডীদৌলতাবাদ হাসপাতালে রোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার কনভেনর নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সোমনাথ রায়, সঞ্জয় জানা, অখিল মান্না সহ অন্যান্য নেতা। মহালয়ার প্রাক্কালে স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সামনে রেখে বজবজ কালী বাড়ির গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করা হয় ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত বজবজ টাউন, মণ্ডল ১এর পক্ষ থেকে।

আক্রায় ধর্ম যে যার উৎসব সবার

দীপক ঘোষ : ধর্ম যে যার উৎসব সবার এই চিন্তা ভাবনা মাথায় রেখে আকড়া উৎসব পরিবার ৯টা পুজো কমিটিকে নিয়ে একই সঙ্গে মহেশতলা থানা এলাকার আকড়ার বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে। প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তায় ও পুজো মণ্ডপে চন্দননগরের লাইট দিয়ে সজ্জিত করা হবে, আলার মাধ্যমে মা ভবতারিনী পুকুরের ভিতর উঠে আসছে এই দৃশ্য দেখা যাবে।

পাঁচটি বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম গুরুরা উদ্বোধন করবেন এছাড়া ৯টি পুজো কমিটির কর্মকর্তা সহ ও বিভিন্ন সংগঠনের মানুষের উপস্থিতিতে বিশাল শোভা যাত্রা হবে আকড়া রোডে।

হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মানুষ এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ যেমন করেছেন। মুসলিম ক্লাবগুলি উদ্যোক্তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারম্যান তাপস চক্রবর্তী বলেন 'ধর্ম যে যার উৎসব সবার'। তিনি বলেন, আকড়া অঞ্চলে মানুষ সেভাবে আসে না কারণ এই অঞ্চলের পরিচিতি কম অথচ ভাল ভাল ঠাকুর হয়। সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেন এবং প্রতিমা দেখার জন্য আবেদন করেন, এবং প্রতিমা দেখার জন্য রুট ম্যাপ প্রকাশ করেন।

২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শুভ্র চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন দিন মঞ্চে মানব পুতুল নাচ, বাউল গান, তর্জা পালা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রশান্ত বিশ্বাস। অতিবুর রহমান মোল্লা কুন্তল দেশমুখ। ইন্দ্রনীল পাল, সুজয় সরকার সহ আরও অনেকে।

পুজোর চেক তুলে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আর কয়েক দিন পর। বুধবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার দুর্গাপুজোর কমিটি গুলিকে সরকার প্রদত্ত চেক প্রদান করা হলো একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এদিন বকুলতলা থানা ভবনে এই চেক প্রদান করা হয়। আর এই

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর-এর বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল, জয়নগর সি আই দেবজিত দে সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানায় এলাকার ৪১ টি পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে রাজ্য সরকার প্রদত্ত ৬০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন এ প্রসঙ্গে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর পুজো কমিটিদের পাশে থাকার জন্য তাদের পুজোকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হলো গত বছর ৫০ হাজার টাকা থেকে এ বছর ১০ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকার চেক সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

আশা রাখবো পুজো কমিটির সদস্যদের কাছে সরকারি নিয়ম মেনে ও হাইকোর্টের রায়-কে মান্যতা দিয়ে এ বছরের পুজো সমাপন করবেন পুজো কমিটির সদস্যরা। এদিন বকুলতলা থানার ওসি তাপস মণ্ডল বলেন, পুজো নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে তা আলোচনা করে মিটিয়ে নেবেন আর নির্বিঘ্নে পুজোটাকে সম্পন্ন করবেন। সরকার প্রদত্ত ৬০ হাজার টাকার চেক পেয়ে রীতিমতো আনন্দিত বকুলতলা থানার বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি সদস্যরা। তারা এদিন জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই চেক আমাদের কোভিড পিরিয়ডের পরে অনেকখানি কাজে লাগবে। আমরা পুজো নির্বিঘ্নে করতে পারব। ধন্যবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে।

ছোটমোল্লাখালি দ্বীপে সাতভাইয়ের পরিবারে বোন চম্পা রূপে পূজিত হন দেবী দশভূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাদোঘাটা থানার অন্তর্গত বাদোঘাটা গ্রামের পরমান্য জমিদার পরিবার। পরিবারের কর্তা উমেশ চন্দ্র পরমান্য। জমিদার পরিবারের উমেশচন্দ্রের সাত পুত্র সন্তান। সাত পুত্র রাজেন্দ্র,দেবেন্দ্র,কালীপদ, নটবর,দ্বিজেন্দ্র,অতিকায় ও বিপিন বিহারী পরমান্যদের নিয়ে সুখেই কাটছিল জমিদার পরমান্য পরিবারের। পরিবারে কোনও কন্যা ছিলো না। ফলে যে পরিবারে সাত সাতজন ভাই রয়েছেন। সেখানে কোনও বোন নেই তা হতে দেওয়া যায় না। এমন ঘটনায় পরমান্য পরিবারের সদস্যরা মহাসংঙ্কটে পড়ে যায়। চলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অবশেষে সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য পরিবারিক গুরুদেবের দ্বারস্থ হয় পরমান্য পরিবার। বিপদ মুক্ত হতে গেলে পরিবারের মধ্যে মাতৃ আরাধনার আয়োজন করতে হবে। তবেই পরমান্য পরিবার সংঙ্কটময় বিপদ থেকে উদ্ধার হবে। শুরু হয় পারিবারিক গুঞ্জন। স্থির হয় সাতভাইয়ের একমাত্র বোন স্বরূপ দেবী দশভূজা কে চম্পা রূপে পরিবারের মধ্যে বরণ করে নেওয়া হবে। পরিবারের গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশ পালন করে ১৯০৯ সালে জমিদার উমেশ চন্দ্র পরমান্য পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু করেন। কুলপুরোহিত সুরেন ভট্টাচার্য ও বিষ্টুপদ ঘোষাল এর তত্ত্বাবধানে শুরু হয় শাস্ত্রীয়মতে দেবী আরাধনা। দেবী দশভূজা কে চম্পা রূপে শুরু হয় পুজো। শাস্ত্রীয় মতে পুজোর পর বিসর্জন হয়ে গেলেও প্রতিমার প্রতিষ্ঠিত দেবীঘট কে প্রতিদিন পুজো করে থাকে পরমান্য পরিবারের সদস্যরা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদীনালা বেষ্টিত জল জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট একটি দ্বীপ ছোটমোল্লাখালি। সাতজেলিয়া,দত্তা,গাঁড়াল ও বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ঘেরা ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল কয়েক যুগ আগে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৪৭ সালে পরমান্য পরিবার ভারতে চলে আসেন। ছোটমোল্লাখালি দ্বীপ এলাকার একমাত্র হেতালবেড়িয়া গ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার অহিদারি ঘোষ। তাঁর জমিতে বসবাস শুরু করেন পরমান্য পরিবার। রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরা সংলগ্ন প্রত্যন্ত এই দ্বীপে ১৯৪৭ সালে আবারও শুরু হয় পারিবারিক দুর্গোৎসব।

জানা যায় তৎকালীন সময়ে মাতৃরূপে চিন্ময়ীচম্পা কে রূপদান করেছিলেন মৃৎশিল্পী সুরেন ঘরামী। কালের প্রবাহে অতীতের সেই নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পরমান্য

পরিবারে আজও সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন চম্পা রূপে পূজিত হয় দেবী দশভূজা।

এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরি হয় ডাকের সাজ বিহীন সম্পূর্ণ মাটি দিয়েই রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি। যা এক বিশেষ বৈশিষ্ট। আর্থিক অনটনের জন্য আচমকাই পারিবারিক এই পুজো বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮১ সালে। পরে সঙ্কটমোচন হলে প্রিয়াংশু,পবিত্র,প্রদীপ্ত,পুলকেশ পরমান্যদের উদ্যোগে আবারও পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু হয় ২০১৬ সালে। বিগত দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লা, আম্ফান,ফণী, বুলবুল, ইয়াস ঘূর্ণিঝড় সহ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তছনছ করে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। দুঃখ কষ্টের মাঝেও সুন্দরবনের দ্বীপান্তরের সাধারণ মানুষ ভোলেনি পরমান্য পরিবারে চম্পা রূপে দেবী দশভূজার আগমনের কথা। শরতের শিশির বিন্দু গায়ে মাখিয়ে শিউলির পূর্বাভাস পেয়েই দোদুল্যমান কাশ ফুলের আবেগ নিয়ে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা,বেদনা ভুলে দুর্গা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের পরমান্য পরিবার। শহর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। কিছুটা এগিয়ে গেলেই সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা। সুন্দরবনের অসহায় দরিদ্র পরিবারের মানুষরা এই পরামান্য পরিবারের পুজোকে নিজেদের পুজো মনে করেই উৎসবের দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দেয়। পরামান্য পরিবারের অন্যতম সদস্য পুলকেশ পরামান্য জানান, তাঁর ঠাকুরদা উমেশচন্দ্র এই পুজোর সূচনা করেছিলেন বিগত প্রায় ১১৩ বছর আগে বাংলাদেশে। তবে এই পুজোকে ঘিরে গ্রামের মানুষের মনে খুশি হাওয়া লেগেছে। শহরের লাখ টাকা বাজেটের পুজোর কাছে এই পুজো অতি সাধারণ। না আছে প্যান্ডেলের বাহার,না রয়েছে কোন থিমের ছোঁয়া। দুচালা তাবুর প্যান্ডেলে এবার মাকে দেখতে ভিড় জমাবে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অসহায় সম্বলহীন পরিবারের কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা।' পরমান্য পরিবারের কুলবধূ প্রতিভা দেবী জানিয়েছেন, করোনা তান্ডবে এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিলো। তাছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো রয়েছে। এতসবের মধ্যে পারিবারিক পুজোয় পরিবারের মধ্যে আনন্দ যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে,তারজন্য পুজোর বাজেট কাটছাঁট করা হয়েছে।এলাকার প্রায় শতাধিক দরিদ্র মানুষের জন্য নতুনবস্ত্র প্রদান করা হবে দেবীপক্ষের শুরু মহালয়াতেই। যাতে করে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে পরমান্য পরিবারের পারিবারিক পুজোয় আরো বেশি করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।'

দশমীর নির্দিষ্ট দিনক্ষণেই দেবী দশভূজাকে সুন্দরবনের নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর একটি বছরের জন্য প্রতীক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন পরমান্য পরিবার সহ ছোট মোল্লাখালির হেতালবেড়িয়া গ্রামের প্রায় পাঁচশো পরিবার দুহাজারেরও বেশি মানুষজন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মা দুর্গা সবার

অবশেষে মহামারী যুগ অতিক্রম করে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দেশ, ফিরছে পশ্চিমবঙ্গ। করোনার সেই দুঃসহ ক্ষত এখনও নির্মূল হয়নি মানুষের চিন্তায় চেতনায় ও মননে। সতর্কতা মেনেই এবারে পশ্চিমবাংলায় মায়ের আরাধনা হবে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি ক্লাবকে ৬০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। ছোট ক্লাব বড় ক্লাবে উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকলেও অবশেষে মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠেছে বাংলা। ইতিমধ্যে হলেও সত্যি পশ্চিমবঙ্গ যখন উৎসব আনন্দে মেতে উঠেছে ওপার বাংলায় সনাতনীরা আগের বারের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কারণে ভীত সন্ত্রস্ত আছেন। বিষয়টি যদিও জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তবুও প্রত্যাশা করা যায় সদ্য ভারত সফর থেকে ফিরে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা আগামী দিনে দৃঢ় হাতে দমন করবেন দুষ্কৃতিদের প্ররোচনা মূলক কাজকর্মকে। একই ভাষাভাষির একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা একই সংস্কৃতির বাংলাকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ প্ররোচনায় ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশেও যাতে শান্তিতে দুর্গা পুজো হতে পারে সেই ব্যাপারে দুই বাংলার সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহল সতর্ক সজাগ থাকবেন আশা করা যায়। প্রতি বছর আসি এই বাংলায় দুর্গোৎসবের আঙিনায়। এখানে সনাতনীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষজন সাংস্কৃতিক ভাবেই জড়িয়ে থাকেন। এ বছর ইউনেস্কো পশ্চিমবঙ্গের দুর্গা পুজোকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ায় উৎসবের ঘনঘটা অনেক বেশি হবে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত দুর্গা পুজো কমিটিগুলি মাতৃ আরাধনা করবেন তাদের কাছে একটা ছোট অনুরোধ থেকেই যায় যে, বহু পুরনো জীর্ণ মন্দির কোথাও ভগ্নপ্রায় কোথাও বা প্রমোটারদের শিকার হবার প্রতীক্ষায়। দুর্গা পুজো সমন্বয় কমিটি যদি সার্বিক ভাবে বাংলার ঐতিহ্য ওই জীর্ণ মন্দিরগুলিকে সংস্কারের জন্য ফান্ড গড়ে তোলে যৌথভাবে তাহলে ইউনেস্কোর ওই স্বীকৃতি বিশেষ মর্যাদা পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন মন্দির ট্রাস্ট এ ব্যাপারে কোথাও কোথাও ভাবনা চিন্তা করে থাকেন তবুও দেখা গেছে, বহু শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরগুলি অবহেলার শিকার। যা বাংলার পর্যটনে অন্য মাত্রা দিতে পারত আজ তা নিতান্তই অবহেলার শিকার। দক্ষিণেশ্বর কিংবা কালীঘাটের মন্দির বিপুল সংস্কারের পথে হাঁটলেও ঐতিহ্যশালী বাংলার অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত মন্দিরগুলি আজও উপেক্ষিত। কালীঘাটে আদি গঙ্গার পাড়ে রাজরাজেশ্বর ও কাশীশ্বর শিব মন্দির কিংবা তারাতলার অদূরে শীল ঠাকুরবাড়ির রাধাকৃষ্ণ মন্দির সম্পূর্ণভাবে অবহেলার শিকার। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এক সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে ঐতিহ্যশালী কাঠামোকে, দেবস্থানকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়াহয়েছিল ভারতে বিশ্বনাথ মন্দির এবং বেনারসের বহু প্রাচীন মন্দিরকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এ ব্যাপারে বাংলা পিছিয়ে থাকবে কেন?

পশ্চিমবাংলার বহু দুর্গা পুজো কমিটি রক্তদান, বস্ত্রদানের মতো সামাজিক কর্মে লিপ্ত থাকলেও সময় এসেছে ঐতিহ্যশালী পুরনো দেবস্থানগুলিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখার। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এবং পর্যটন দফতর আশা করা যায় আগামী দিনে নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। দেশের ঐতিহ্য [illegible] বিপন্ন। মা দুর্গা আসছেন, বিজয়ায় তিনি হৃদয় মন্দিরে স্থান নেবেন কিন্তু বাংলার বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায় যে দেব স্থানগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলি টিকে থাকুক।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

অনুষ্ঠান দ্বারা সকল সমস্যারই সমাধান হয়। নিষ্কপট ভক্তকে দুভাবে এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমটি হচ্ছে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের মাধ্যমে এবং অন্যটি হচ্ছে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত স্বয়ং ভগবানের মাধ্যমে। এভাবেই ভক্ত সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হন।

বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে অপ্রাকৃত এবং জড় শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একমাত্র ভগবান ও পরমার্থিক গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমেই বৈদিক মন্ত্র উপলব্ধি করা যায়। কেউ যদি সদগুরুর চরণাশ্রয় করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন।

ফেসবুক বার্তা

এই ঈশ্বরের হাত ধরেই বাঙালীর বর্ণের সাথে প্রথম পরিচয়, বিধবা নারীরা ওনার জন্যই পায় সম্মান,
বিদ্যা জ্ঞানে পূজিত হবেন ইনি চিরময়।

জটিল আইনি আবর্তে ন্যায় কেঁদে মরে

নির্মল গোস্বামী

ভারতে আইনের শাসন নেই একথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু বিরোধীরা সবকালেই বলে থাকে যে দেশে আইনের শাসন নেই। গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্র চলছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার বিভিন্ন এজেন্সিদের লেলিয়ে দিচ্ছে। বিরোধীরা যে দাবী করে তার সারবত্তা একবারে যে নেই তাও নয়। তারা বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে যুক্তি দেখায়। মোদীর আমলে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের 'আরবান নকশাল' বলে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটকে রেখেছে। আবার আমরা দিদির আমলে দেখছি 'সারের দাম কেন বাড়ছে' এই প্রশ্ন করায় নকশাল বলে জেলে পুরে দিতে। একটা টুইটের জন্য অমিতেশ মহাপাত্রকে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জেলে পুরে দিতে। তাহলে এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে যে আইন শাসকের মর্জি মতো চলে?

আমরা জানি যে শাসক আইন তৈরি করে নগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। আইন তৈরি হয়ে গেলে তা আইনের পথেই চলার কথা। তাহলে রাজ্যের শাসক কেন কেন্দ্রর শাসককে আইন না মানার অভিযোগে অভিযুক্ত করে? এবং কেন্দ্রের শাসক দল রাজ্যে আইনের শাসক নেই বলে আন্দোলন করে? কোন সরকার আইন মানছে, আর কোন সরকার আইন মানছে না এই দাবি এবং পাল্টা দাবির কচকচানিতে জনগণ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।

আইন আর বিচার ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেখানে আইনের চোখে ঠুলি। আইনের চোখ বাঁধা কালো কাপড়ে। হাতে তুলাদণ্ড। তুলাদণ্ড হলেও ওটাকে বলা চলে ন্যায় দণ্ড। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, কোনটা আইন সিদ্ধ আর কোনটা বেআইনি তা বিচারালয় নিজে থেকে দেখবে না। উকিলরা যেমন দেখাবে জজেরা তেমন দেখবে এবং ন্যায়ের তুলাদণ্ডে একদিকে শাস্তির বাখখারা অন্যদিকে অন্যায়ের পরিমাপ ঠিক ঠিক রেখে রায়দান দেন। এর বাইরের কোন কিছু দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না। অর্থাৎ জজ নিরপেক্ষ। তিনি পক্ষপাত শূন্য রায় দান করেন।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে বিচারের পক্ষপাত শূন্য হলেই কী সব সময় যথার্থ ন্যায় পায় বিচার প্রার্থী? আমাদের বিচার ব্যবস্থার বড় বদনাম এই জন্য যে বড় প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া। কেমন প্রলম্বিত যে সম্পর্কে একটা জোকস আছে–

আদালতে ইভ টিজিং এর কেস চলছে। কাঠগড়ায় ৭০–৭৫ বছরের এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। জজ সাহেব কেস স্টাডি করে বললেন কী এই বয়সে ইভটিজিং আপনার ভিষণ শাস্তি হওয়া দরকার। আসামী কাঠগড়া থেকে হাতজোর করে বললেন, ধর্মাবতার আমার একটা কথা শুনুন। আমি এই বয়সে ইভটিজিং করিনি। ২২ বছর বয়সে ওইখানে বসে থাকা ভদ্রমহিলাকে উত্যক্ত করে ছিলাম। কিন্তু এতো দিন পর কেস উঠেছে। জজ সাহেব দেখলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে লজ্জাবনত অবস্থায় বসে আছেন।

কথায় আছে বিলম্বে জাসটিস হল পক্ষান্তরে ইনজাস্টিসের নামান্তর। আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ বিচার ব্যবস্থার চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন ১০০ জন অপরাধী যদি ছাড়ায় পায় পাক কিন্তু একজনও নিরপরাধীর যেন শাস্তি না হয়। মামলার পাহাড়, অপর দিকে বিচারক শূন্য চেয়ার তার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার এই উদ্দেশ্য সাধন নাকি বিচারের দীর্ঘ সূত্রতার জন্য দায়ী।

যাই হোক বিচার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য যদি হয় একজনও নিরপরাধের সাজা না হওয়া এটা কেতাবী সিদ্ধান্ত। কারণ রাস্তার মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হচ্ছে। কেমন করে অনুব্রত মণ্ডল মানুষকে বলে বলে গাঁজার কেসে ফাঁসিয়ে দিত। টিভিতে উপস্থিথ থেকে তারা বলছে অনুব্রত মণ্ডল মিথ্যা গাজার কেসে ফাসিয়ে এক বছর জেল খাটিয়ে ছেড়েছে। মুসলিম ভদ্রলোক হজ করে এসেছেন আর কেষ্টারই দল করতেন। কেষ্টার কথা মতো কাজ না করাতে তার এই সাজা হয়। সাজা দিতে গেলে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এখানে আইনই তো নিরাপরাধকে সাজা দিল। তাহলে বিচার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে ব্যাহত হচ্ছে। আবার উল্টো দিকে পার্থর বান্ধবীর ঘর থেকে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হল। কিন্তু তারা বলছে টাকা আমার নয়। অথচ পার্থ অর্পিতার সম্পর্ক নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে জজ ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিচ্ছেন। কেন জজ সাহেব বলতে পারছেন না যে টাকা কার সত্যি কথা বল, যত দিন না সত্যি বলবে তত দিন জেলে থাকো। তাহলে অতি সহজেই সত্য কথাটা বেরিয়ে আসতো। ইডিকে অতো কাঠখড় পোড়াতে হতো না। অপর দিকে যে ভদ্রলোককে অনুব্রতর কথায় গাঁজার কেস দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকতো নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে পুলিশের দেখানো গাঁজা আমার নয়। গাঁজার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তবু তার সাজা হলো, কারণ গাঁজা যে তার নয় সেই প্রমাণ সে দেখাতে পারে নি। কারণ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দোষীকে প্রমাণ করতে হয় যে সে দোষী নয়। আর পার্থ–অর্পিতা বা অনুব্রতর ক্ষেত্রে কেন সিবিআই বা ইডিকে প্রমাণ করতে হবে ওরা দোষী। প্রাথমিক তথ্য প্রমান বমাল সমেত ধরে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যরকম পদক্ষেপ কেন? কেন দীর্ঘমেয়াদী জেল হবে না। যে অপরাধ তারা করেছে তার একটা শাস্তি আছে, আবার প্রমান থাকা সত্ত্বেও যদি মিথ্যে বলে, যদি মুখ না খোলে তাহলেও একটা শাস্তি থাকা উচিত নয় কি?

সাধারণ মানুষ আইন আদালতের জটিল প্রক্রিয়ার ব্যাপরে মাথা না ঘামালেও মাঝে মাঝে হতবাক হয়ে যায়। যেমন দীর্ঘদিন ধরে ডিএ মামলা চলছে তিন মাসের মধ্যে ডিএ মিটিয়ে নিতে হবে বলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল। অথচ সম্প্রতি দুর্গাপুজার অনুদান মামলায় সরকার পক্ষ হলফনামা দিয়ে বলেছে যে ডিএ বাকি নেই। ডিএ যদি বাকি না থাকে তাহলে কোর্ট কি করে বলে তিনমাসের মধ্যে ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে? কোর্ট অবমাননা করলে যদি শাস্তি হয়, তাহলে কোর্টের রায়ের কোনও ভিত্তি থাকে সেক্ষেত্রে কোর্টের কি শাস্তি হবে? আমরা জানি কোর্ট প্রমাণ ছাড়া কথা বলে না। এক্ষেত্রে সরকার যে মিথ্যা বলছে সেটাই জনগণ বুঝছে। সরকার যদি মিথ্যা তথ্য আদালতে দেয় তাহলে তার বিচর কে করবে। আদালত মানুষকে ন্যায়, সরকারেরও ধর্ম হলো মানুষকে ন্যায় দেওয়া। সত্য তথ্যের উপর ন্যায় নির্ভর করে। আর মিথ্যা তথ্যের আবরণে ন্যায় ঢাকা পড়ে। ন্যায়ের বাণী 'নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরে'।

দেশ দেশান্তরে

বিশ্ব খাদ্যসংকট

প্রণব গুহ

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৭তম সাধারণ সভায় ৭৫টি দেশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশ্বের খাদ্য সংকট নিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। আমরা যারা প্রতিদিন ভোগ বিলাসের পিছনে দৌড়চ্ছি তারা জেনে অবাক হবেন বিশ্বে না খেতে পেয়ে চার মিনিটে একজন মারা যাচ্ছেন আমাদের সহ নাগরিক। তাদের রিপোর্ট বলছে এই মুহূর্তে বিশ্বে ৩৪.৫ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছেন। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ৪৫টি দেশের আরও ৫ কোটি। অর্থাৎ এই ৪০ কোটি মানুষের জন্য না আছে খাদ্য, না আছে জল, না আছে খাদ্য যোগাড়ের মতো অর্থের সংস্থান।

এশিয়া ইউরোপে যখন সম্পদ অহরণের জন্য প্রতিযোগিতা চলছে তখন আফ্রিকার সোমালিয়া, ইথিয়োপিয়া, নাইজেরিয়া, ইয়েমেন–এর মতো দেশগুলিতে মরণের দিন গুনছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। চরম অপুষ্টিতে ভুগছে মানুষের সন্তান। আমরা যারা বহু দিন ধরে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হইনি তারা এই পরিস্থিতি বুঝতে অনেকটা সময় নেবে। কিন্তু যারা সামান্য খাবারের আশায় অপেক্ষা করতে করতে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে তাদের হাতে

আর সময় নেই। ইয়েমেনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক প্রতিনিধি সাধারণ সভায় বলছিলেন এটা কোনও একটা দেশ বা মহাদেশের সমস্যা নয়, এটা আসলে মানবতার সংকট। একদল মানুষ প্রচুর প্রাচুর্যে অপচয় করছে খাদ্য আর আর একদল অভুক্ত হয়ে একটু সাহায্যের অপেক্ষায় বসে আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সংকটের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অসাম্য, সম্পদের অসম বন্টন এবং সরকারের ব্যর্থতায় বেড়েছে দারিদ্র, সামাজিক অন্যায়, লিঙ্গ বৈষম্য। পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী বিশ্বের তথাকথিত বড় বড় শক্তি যারা প্রতিদিন কলুষিত করছে আবহাওয়াটা। এর সঙ্গে বাড়তি জুটেছে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের সংকট। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই অভুক্ত ৪০ কোটি মানুষের মৃত্যু শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তীব্র গতির অর্থনীতি নাকি চলছে ভারত জুড়ে। আর কয়েক দিনের মধ্যে ভারত নাকি বিশ্ব অর্থনীতির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠবে। কিন্তু এদেশের অবস্থাটাও খুব একটা সুখকর নয়। ২০২১ সালে বিশ্বের ক্ষুধাসূচকের তালিকায় ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১ নম্বরে। ২০১৪ সালে এটা ছিল ৫৫ অর্থাৎ মাত্র আট বছরে হু হু করে বেড়েছে ক্ষুধার্থ মানুষের সংখ্যা আবার এদেশেরই শিল্পপতিরা স্থান করে নিচ্ছেন বিশ্ব ধনী তালিকার ১০ এর মধ্যে। ভারতকে বলা হয় বৈচিত্রে মধ্যে ঐক্য কিন্তু ধনী গরিবের এই সহাবস্থান কি সত্যি বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতকে সেরা করতে পারবে। আর একদল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দুনিয়ার আর একটি ভয়ংকর ব্যাধি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির শিকার হয়ে ক্রমশঃ কমছে মানুষের জীবন ধারণের মান। বাড়ছে অপুষ্টি, বাড়ছে খাদ্য সমস্যা।

পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন নির্ভর করে ভগবানের দেওয়া জল, হাওয়া ও সূর্যালোকের ওপর। সেই খাদ্যের উপর অধিকার পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবের। এক জনও যদি খাদ্যের অভাবে এই পৃথিবীতে কাটায় তাহলে তা হবে সংগঠিত পাপ। অতএব সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের অভুক্ত পৃথিবীবাসীর পাশে দাঁড়ানো একান্ত কর্তব্য। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা মোহানা আহমেদ আলি এল জাবালি সঠিক ভাবেই বলেছেন, অভুক্ত মানুষের পাশে যে যতটা পারেন দাঁড়ান। খাবার দিয়ে প্রাণ বাঁচান। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতের উচিত নিজের দেশের অভুক্ত মানুষের পাশে যেমন দাঁড়ানো তেমনি বিশ্বের যারা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ভারত যৌবনের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ শিখিয়ে গিয়েছেন জীব প্রেমের মাধ্যমেই শিব পূজা– এটাই হোক বিশ্ব আত্মার একমাত্র স্লোগান।

বৃহত্তর ডাকের সাজে বিশ্ববাসীর নজর কাড়বে বহরমপুরের দুর্গা

দেবাশিস রায় : এবারে দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়েই বাংলার ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজের জগতে আরও একবার বিপ্লব ঘটতে চলেছে। সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এই বাংলাতেই তৈরি হচ্ছে মহামূল্যবান সুবৃহৎ ডাকের সাজ। বৈচিত্রে ভরা এই বঙ্গের বুকে সৃষ্ট বৃহত্তর ডাকের সাজে বিশ্ববাসীর নজর কাড়বে একদা নবাব–সাম্রাজ্যের দুর্গা প্রতিমা! সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা মূল্যের চোখজুড়নো ডাকের সাজেই এবার প্রতিমাকে সাজিয়ে তুলতে পরিকল্পনা রচনা করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা সদর বহরমপুরের বিষ্ণুপুর আমরা ক'জন ক্লাব'। এবারে তাদের ২৮ তম দুর্গাপুজোর আয়োজনের প্রধান আকর্ষণই হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজে সাজানো সুবৃহৎ প্রতিমা। মোট সত্তর ফুট উঁচু প্রতিমার জন্য রঙিন ডাকের সাজ তৈরি করছেন ভারত বিখ্যাত শোলাশিল্পী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার বনকাপাসি এলাকার বাসিন্দা আশিস মালাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিগবাজেটের দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে প্রথমদিকে ঠাঁই করে নিয়েছে বহরমপুর পুরশহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিষ্ণুপুর আমরা ক'জন ক্লাব'। বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার এই ক্লাবটি নতুন নতুন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রতিবারই দুর্গাপুজোর আয়োজনে জেলাবাসীর নজর কেড়ে নেয়। এবারও আয়োজনে চমক দিতে প্রস্তুত পুজো উদ্যোক্তারা। এখানকার সুবৃহৎ সাবেকি ধাঁচের একচালা দুর্গা প্রতিমার জন্য বৃহত্তর ডাকের সাজই এবারে প্রধান আকর্ষণ। প্রায় ৫৫ ফুট লম্বা সাজে দুর্গা প্রতিমা আপাদমস্তক

সেজে উঠবে। দেবী দুর্গার দু'দিকের আঁচলের প্রতিটি সাজের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং কানের দুলের প্রতিটির দৈর্ঘ্য আড়াই ফুট। দুর্গার মালাটির দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ও চওড়া ৮ ফুট। দুর্গামূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দেবীর সাজসজ্জাও তৈরি হচ্ছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৬৫ ফুট চওড়া ডাকের সাজে পুরো একচালা প্রতিমা সেজে উঠছে। এছাড়াও তৈরি হয়েছে অসাধারণ নকশার বেশকিছু কলকা। এই ডাকের সাজের অন্যতম বিশেষত্ব হল কোনও অংশেই শোলা ব্যবহার করা হচ্ছে না। পুরো সাজে রাংতা, সোনালী জরি, কাগজ সহ নানাবিধ উপকরণ এবং হরেকপ্রকার রংয়ের ব্যবহার হচ্ছে। সম্পূর্ণ এই ডাকের সাজটিকে শতাধিক কিমি দূরের বহরমপুরে পুজো মণ্ডপে নিয়ে যেতে প্রমাণ সাইজের একটি ট্রাক প্রয়োজন বলে জানা গিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সহ শিল্পগুরু' উপাধিতে ভূষিত আশিস মালাকার রবিবার তাঁর বনকাপাসির বাড়িতেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলিপুর বার্তাকে জানাচ্ছিলেন এই বৃহত্তর ডাকের সাজের নানান কথা। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এবারে বহরমপুরের ডাকের সাজের কাজটাই পরমপ্রাপ্তি। তাঁর দাবি, ডাকের সাজের জগতে বাংলা কাজের ক্ষেত্রে এপর্যন্ত এত বড়ো কাজের নজির কোথাও নেই। সেদিক থেকে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। তিনি বলেন, এবার আমি মোট দু'টি দুর্গাপুজোর জন্য ডাকের সাজের কাজ করছি। একটি বহরমপুরের বিষ্ণুপুর আমরা ক'জন ক্লাব' এবং অপরটি কলকাতার গরচা রোডে মিলনচক্র ক্লাব'। তবে, বিষ্ণুপুর আমরা ক'জন ক্লাব'–এর দুর্গাপ্রতিমার জন্য যে সুবিশাল কাজ করছি তা বাংলার ডাকের সাজের জগতে নজির সৃষ্টি করবে। এককথায়, আমার জীবনের অন্যতম সেরা কাজ এটা।

বিষ্ণুপুর আমরা ক'জন ক্লাব'–এর সম্পাদক বীতশোক পাণ্ডে এবং দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক অমিত দত্ত যৌথ বিবৃতিতে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো আয়োজনের পূর্ব অভিজ্ঞতার নানাদিকগুলি তুলে ধরেছেন। বীতশোক পাণ্ডে বলেন, প্রতিবারই আমরা দর্শকদের সামনে নতুন কিছু উপস্থাপনের চেষ্টা করি। এবারে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বাজেটের দুর্গাপুজোর আয়োজন। দুর্গাপ্রতিমাকে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা মূল্যের ডাকের সাজে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এধরনের ডাকের সাজ আগে কখনও দেখা যায়নি। যা তৈরি করছেন বনকাপাসির সুবিখ্যাত শিল্পী আশিস মালাকার। ২৯ সেপ্টেম্বর আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে।

থিম : পরিবার বাঁচাও দেশ বাঁচাও

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : একেবারে আনকেরা থিম। টালিগঞ্জ আজাদগড়ের উদ্যোগী ক্লাব এবার সামাজিক পটভূমিকায় পুজোর ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের থিম পরিবার বাঁচাও, দেশ বাঁচাও। কলকাতায় যারা চল্লিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাজেটে পুজো করছেন, তারা চোখ ধাঁধানো রঙ আর জৌলসে বাজিমাৎ করতে চায় বরাবরই। উদ্যোগী ক্লাবের কর্মকর্তা রবীন সাহা জানালেন, সারা বিশ্বে আজ পরিবারতন্ত্র অবক্ষয়ের মুখে। আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদ

বলছে– 'গৃহস্থ ধর্ম' না টিকলে সমাজব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়বে। তাই আজ দুর্গাপুজোয় 'পরিবার' বাঁচাতে শপথ নিতে হবে। রবীন বাবু জানান, পুজোর চারদিন আমাদের ক্লাবের সদস্যরা পুজোর মণ্ডপ থেকে এই শ্লোগানের স্বপক্ষে প্রচার চালাবেন। তবে ছোট্ট পরিসরে পুজো হলেও উদ্যোগীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ প্রশান্ত পালের তৈরি দুর্গা প্রতিমা। সেই কেকে ডেকরেটরস সংকীর্ণ স্থানে যেভাবে মণ্ডপ সজ্জা করেছেন তা রীতিমতো প্রশংসার যোগ্য। মণ্ডপে আলোক সজ্জার রূপম ইলেকট্রিকের মুন্সিয়ানা দর্শকরা দেখে অবশ্যই অভিভূত হবেন দৃঢ় বিশ্বাস।

পাঠকের কলমে

হাউ মাউ খাউ

দূরদর্শন দিন দিন অখাদ্য হয়ে উঠেছে। গাদা গাদা যে সিরিয়াল দেখানো হয় তা সংসারে অশান্তি সৃষ্টির উপকরণ। সেখানে সব সময় চলছে হাউ মাউ খাউ। আর একটা যুক্তি তক্কের অনুষ্ঠানের ছ্যাবলামো। সবাই এক যোগে চেঁচামেচি করে মূল সমস্যাকে ধামা চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে সারাক্ষণ। বিশেষ করে তৃণমূলের হয়ে যারা সাফাই গায় তা হচ্ছে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক। এরা কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে পাগলের প্রলাপ বকে। এদের মূল উদ্দেশ্য থাকে সত্য কথা ধামা চাপা দেওয়া। সঞ্চালকও চায় না সুস্থভাবে অনুষ্ঠান চালানো। তাই হাউ মাউ খাউ নামক ঝগড়াঝাটি দিয়ে সোরগোল তোলার মাধ্যমে বাহবা লোটে। সঞ্চালকরা দর্শকদের বিরক্তির বিষয় নিয়ে ভাবে না কিছুমাত্র। বস্তুতঃ সঞ্চালকরা সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠান চালাতে পারে না। অযথা অবান্তর কথা ঠেকাতে কেন মাইক্রোফোন কেড়ে নেন না? কোনে দর্শকরা কথা বলতে গেলে আজে বাজে কথায় সঙ্গে সঙ্গে তার কথা বলা বন্ধ করে দিতে সঞ্চালকরা যত ওস্তাদ ততটাই তারা অপারগ নেতা গোছের বক্তাদের অনর্গল হাউ মাউ ঠেকাতে।

গোবর্দ্ধন তেওয়ারী, বেহালা

পুলিশকে কেন বেতন দেওয়া হবে?

পুলিশের পদ সবচেয়ে মূল্যবান ও সম্মান জনক। কিন্তু পুলিশ জনগণের শান্তি আনা ও নির্বিঘ্নে থাকার কাজ করে। এ জন্য জনগণের পকেটের টাকায় তাদের মোটা অঙ্কের বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ কি সত্যিকারের মানুষের সেবায় নিয়োজিত? জন দাসের পুলিশ হয়ে আছে দলদাস হয়ে। তবে পুলিশকে পুষতে জনগণের টাকার হাত দেওয়া হবে কেন? দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু রাজনৈতিক নেতারা। দেশের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও দুর্দশা নেতাদের হাতেই তৈরি হয়। দেশভাগ, জলবায়ুর পরিবর্তন, চুরি, ডাকাতি সবই তো নেতাদের আন্তরিক সাধনায় হয়ে চলেছে। নেতাদের ক্ষতিকর কাজের প্রধান মদতদাতা তো পুলিশই। দু একটা বাদে সব নেতাদেরই তো রাজদ্রোহের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো যায়। আর এই রাজনৈতিক নেতাদের অনৈতিক কাজের সবচেয়ে বড় প্রেরণা দানকারীর কাজ করে পুলিশ। জনসেবার বদলে দল সেবা পুলিশের মূল ধর্ম। কে কত দলসেবা করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় পুলিশ কাহিনী নিরুত্তর খেটে চলেছে। দলের জন্য তারা দায়বদ্ধ এমন ভাব তারা দেখিয়ে থাকে। তবে জনগণের টাকায় তাদের বেতন দেওয়া হবে কেন?

নগেন সেন, বারুইপুর

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

শাস্ত্রের মহাপুজো

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আমরা যদি এই মর্যাদা না দিই তাহলে সমাজকে আমরা কী উত্তর দেব। তাই মর্যাদা দেওয়া আমাদের উচিত। বিশ্বামিত্র বেদের মূল মন্ত্র গায়ত্রী রচনা করেছিলেন জ্ঞান অর্জনের দ্বারা। কিন্তু এমন ভাবে চলতে থাকলে সমাজ কল্যাণ হবে না বলে মনে হয় আমার।

কাটোয়ায় বগলামুখী মন্দিরের প্রধান সেবাইত অম্বিকা মহারাজ বলেন, মহিলা পুরোহিত বলে কিছু হয় না। পৌরহিত্য একটি কর্ম। শাস্ত্র বর্ণিত ব্যবস্থা। এর মূল বিষয় হলো যজমানের মঙ্গলার্থে দেবতার কাছে প্রর্থনা করা। পৌরহিত্য করা মোটেই সকলে নন। কিছু প্রকার ভেদ রয়েছে গুরু শিষ্যের মধ্যে গুরু শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। এই সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন, শুধুমাত্র জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট হয় না কিন্তু সেখানে কোথাও মহিলারা পুজো করতে পারেন তেমন কোনও কিছু বর্ণিত নেই। এখানে একটাই সমস্যা এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বলছে যে কোনও ক্ষেত্রে রাজনীতিকে জড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসী শাসন, তারপরে বাম শাসন এবং বর্তমানে তৃণমূলী অতি বামপন্থী শাসনে বলছে শারদোৎসব কিন্তু শাস্ত্র বলে দুর্গা মহাপূজা। তিনি বলেন, একটা মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের উৎসবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সেই ধর্মের মতোন করে পালন করে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের কাউকে দুর্গা পুজোর সময় তিলক কেটে পুজোয় সামিল হতে দেখা যায় না।

মহিলাদের শাস্ত্র পাঠ করবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। শাস্ত্র আলোচনাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। গার্গী, অপালারা ব্রহ্ম আলোচনায় নিজেদের সামিল করেছিলেন যা শাস্ত্রে আমরা পাই। আরও উদাহরণ হলো শ্রীমা সারদা, ভগিনী নিবেদিতা, রাঙামা, আনন্দময়ী মা, গৌরী মা প্রভৃতি অনেকেই আছেন। এনাদেরকেও কোনও দিনও কোথাও দেখা যায় নি পুজোয় ব্রতী হতে। আশ্রমের পুজো ব্রহ্মচারিনীরা করতে পারেন। গুরু পুজো করাই যায় কিন্তু যাঁরা নিজেদের পুরোহিত বলে দাবি করছেন তারা কি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত। কর্মের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা নিজেদেরকে পুরোহিত বলে দাবি করছেন তারা কী উপরোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মায়েদের থেকেও নিজেদের বড় মনে করেন। মা সারদা কিন্তু কোনও দিনও বেলুড় মঠ মা দক্ষিণেশ্বরে পৌরোহিত্যের পুজো করতে দেন নি। মহিলাদের সাধনায় অধিকার আছে কিন্তু পৌরোহিত্যে নেই। আগের বছর দেখলাম মহিলা পুরোহিতরা বোধনের সময় বেল গাছের তলায় যে ঘট স্থাপন করে মাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেই বেলগাছ এবং ঘট বোধনের পরের দিন সেইস্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা হয়েছে এমন হাস্যকর পরিহাস আমার মনে হয় না করলেই হতো। কারণ শাস্ত্র এবং পুজা পদ্ধতিতে মোটেই এমন নেই। আমার মনে হয় এখন সবই শুধু লোক দেখানো বাহ্যিক কর্মকাণ্ড। শাস্ত্রপ্রমাণ আমরাও পাইনি। তবে মনে হয় বিজেপি বাংলার রাজনীতিতে টিকে থাকবার জন্য এমন কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

পুরোহিত সমাজের পণ্ডিত রঞ্জন পাঠক বলেন, দুর্গা পুজো আজ থকে নয় বহু যুগ আগে থেকে হয়ে আসছে। এটি কোনও রাজনৈতিক দলের শুরু করা নয়। তাই শাস্ত্র বর্ণিত মহাপুজো কিন্তু আমাদের করা উচিত নয়। রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্র দুই ভাগে ভাগ করা অছে প্রাচিন ও নব্য। এটিই ছিল তখনকার সংবিধান। এইখানে রঘুনন্দন কোথাও মায়েদের পৌরোহিত্যে ব্রতী হওয়ার কথা নেই। আসল বক্তব্য হলো যেটা আমরা চোখে দেখছি বা বলছি পুজো হচ্ছে আসলে তা কিন্তু মোটেই পুজো হচ্ছে না শুধুই উৎসব হচ্ছে। শুধুই বাহ্যিক আড়ম্বর। পুজো করা মানেই যে সবাই শক্তিমান হবে তা নয় এই তো লোকে বলে এই নেতা বা ওই নেতার পুজো কিন্তু সেই নেতারা তো শক্তিমান হতে পারেনি। ভাগ্যের পরিহাসে তারা এখন জেল বন্দি। নৈতিকতা তাদের স্পর্শও করতে পারেনি কাজেই শাস্ত্র, ধর্ম পুজো আমাদের সঠিক পথ দেখায়। কিন্তু এই নেতাদের পথও বিভ্রান্ত তারা কি সত্যিই মন দিয়ে পুজো করেছিল?

সম্প্রতি একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিক বাংলা কাগজ মন্ত্র বাংলায় হবে এই নিয়ে তুমুল শোরগোল বাধিয়েছে। সকলের তারা আবেদন করেছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বাংলায় মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো দেওয়ার জন্য। মোদ্দা কথা হলো সংস্কৃত টোল বা স্কুল থেকে তুলে দেওয়ার ফল। সংস্কৃত বোঝার উপায় কারোর নেই। তাই এই মধুর ভাষাকে পুরোপুরি চিতায় তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সমাজ। অথচ বিদ্যাসাগর এই ভাষাতেই বাংলায় বিচরণ করেছেন। সমাজের তথাকথিত পণ্ডিতরা বিদ্যাসাগরের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে বলে নিজেদের ভাবছেন। পণ্ডিত পাঠক আরও বলেন, ভারতী ভবনে পৌরোহিত্য শেখানোর পাঠশালা ছিল, বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন এক সময়ের সেখানকার প্রধান শিক্ষক। ভারতী ভবনের সেই পাঠশালা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে পড়তে আসতো। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজের স্বার্থে হয়তো। সেই স্কুল খোলার দাবি জানান সকল পণ্ডিতরা। তারা আরও বলেন, মন্ত্রও আজকাল বদলে যাচ্ছে কিন্তু সংস্কৃত মতে, পুত্রং শব্দের অর্থ হলো পুত্র পুত্রী সকল। কিন্তু না বুঝেই মন্ত্র আজকাল বদলে দেওয়া হচ্ছে। তাই দুর্গা মহাপুজা হোক পুজোর মতোন, পুজোর মহিমা ফিরে আসুক বাংলায় পুজোকে ঘিরে চলুক উৎসব কিন্তু উৎসবকে ঘিরে পুজো একদমই নয়।

রঙ্গের বঙ্গে বোমায় হাত পাকাচ্ছে নবীন প্রজন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোমা! দু'টি বর্ণের সমন্বয়ে সৃষ্ট শব্দ। একে নিয়েই তো এখন বাংলাজুড়ে হইচই। বিশেষ করে নানা রঙ্গের বঙ্গে বোমার রোজনামচা বললেও বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। এরাজ্যে বোমার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিনিয়ত এতই বেড়ে চলেছে যে তা নিয়ে বিশেষ বিশেষ মহলে রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাঁঝবেলায় ছাপোষা মানুষগুলির ঘরোয়া আড্ডায় কিংবা রাজনীতির ময়দানে শক্তি প্রদর্শন কার্যত সবখানেই বোমার কদর। তফাত শুধু বোমার ব্যবহারের প্রকারভেদে। কোথাও বোমা ফাটিয়ে প্রতিপক্ষের হৃদকম্প ধরানোর উন্মত্ততা তো; কোথাও ফাটা বোমায় রসনাতৃপ্তির ব্যাকুলতা। আর এই হরেক কিসিমের বোমায় হাত পাকাচ্ছে বঙ্গের নবীন প্রজন্মের একাংশ।

সম্প্রতি, উত্তর চব্বিশ পরগণার টিটাগড়ে ফ্রি ইন্ডিয়া হাইস্কুলের ছাদে বোমা বিস্ফোরণের নক্কারজনক ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। স্কুল চলাকালীন এই ভয়ংকর ঘটনায় আরও চমকে যাওয়ার মতো বিষয় যেটা সামনে এল তা হল যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা এবং তাদের মোটিভ। পুলিশ এই দুঃসাহসিক তথা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে যে চারজন স্থানীয়কে গ্রেফতার করেছে তারা স্কুলেরই প্রাক্তন

ছাত্র এবং সদ্য কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়েছে অর্থা নবীন প্রজন্ম। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ বশত প্রতিহিংসার ঘটনা এটা। সেদিন তারা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে এজন্য পাশের একটা ছ'তলা বিল্ডিংয়ের মাথায় ওঠার পর সেখান থেকেই স্কুল বিল্ডিংয়ের ছাদে বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং সেটা ভয়ংকরভাবে ফেটে যায়। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি তাদের একজনের বাড়ি থেকে বেশ কিছু বোমাও উদ্ধার করেছে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ একাধিক সংঘর্ষের ঘটনায় যেভাবে মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে চলেছে এবং তাতে যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদের বেশিরভাগই সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র এই নবীন প্রজন্মের একাংশের হাত পাকছে বোমা আর গোলাগুলিতে। শুধুমাত্র রাশি রাশি কাঁচা টাকা আয়ের প্রলোভনে তারা বর্তমানে দেউলিয়া রাজনীতির ধারক বাহক এবং স্বার্থান্বেষীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজের চরমতম সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অন্যদিকে, এই নবীন প্রজন্মেরই একাংশকে বড়ো রাস্তার পাশে কিংবা পাড়ার গলির মুখে চাতালে বসে তেলে ভাজা বোমায় হাত পাকাতে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত হয়েও কোনও চাকরি পাননি। কিন্তু, সমাজে সততার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচার শপথ নিয়েছেন। আমজনতার রসনাতৃপ্তির জন্য এই নবীন প্রজন্মের হাতেই তৈরি হচ্ছে সুস্বাদু ফাটা বোমা, ফুলুরি বোমা, সয়াবিন বোমা সহ মুখরোচক চটজলদি হরেক খাবার। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং রাজ্যের বেকার ছেলেমেয়েদের অর্থোপার্জনের জন্য চপভাজা, ঘুঘনি, ঝালমুড়ি... বিক্রির কথা বলে উৎসাহিত করছেন। তাঁর সেই উৎসাহব্যঞ্জক কথা বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল গতিতে অনুরণিত হয়ে চলেছে। প্রায়শই ঘৃণ্য রাজনীতি সহ গোষ্ঠী সংঘর্ষের কারণে বোমাবাজির ঘটনায় যখন কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গকে 'বোমা শিল্পের রাজ্য' বলে কটাক্ষ করে ঠিক তখনই গ্রামবাংলার অসংখ্য জায়গায় তেলে ভাজা বোমা বিক্রি করে অনেকেরই ঘরে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে। তাই হয়তো এভাবে বলাই যায়– বোমা ফাটিয়ে আর আতঙ্ক নয়, ফাটা বোমাতেই মজুক আমজনতা।

৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাসের সাক্ষী ফলতার সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো

অর্ঘ্য রায় : বাংলার প্রাচীন ইতিহাস বহন করে চলেছে যে সমস্ত প্রাচীন বনেদি পুজোগুলি ফলতার বঙ্গনগরের সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো তার মধ্যে অন্যতম। ফলতার বঙ্গনগরের জমিদার বাড়ির এই পুজো এলাকার প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে একটি। প্রায় ৪০০ বছরের পুরানো এই পুজোকে ঘিরে আজও মেতে ওঠেন এলাকার আবাল বৃদ্ধা বনিতারা। সরকার বাড়িতে প্রথমে ঘটা করে কালীপুজো হতো। পরে এখানে দুর্গাপুজোর প্রচলন করা হয়। সেই পরম্পরা মেনে প্রতিবছর সরকার বাড়ির নাট মন্দিরে আজও দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো পালন করা হয়। এই পুজো এলাকার প্রাচিন পুজো হিসাবে যেমন পরিচিত তেমনই পরিচিত এই সরকার বাড়ি। সরকার বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুলতানি ও মোঘল যুগের ইতিহাস। ফলতার বঙ্গনগরের এই জমিদার বাড়ির খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার, গলি থেকে রাজপথ সর্বত্রই বিরাজমান ইতিহাসের ছোঁয়া। সরকার বাড়ির পুজো সম্বন্ধে জানতে গেলে আগে জানা দরকার এই সরকার বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে!

ইতিহাসবিদদের মতে ষষ্ঠদশ শতকের শেষে সুলতানি ও মোঘল সাম্রাজ্য সূচনার সন্ধিক্ষণে এই সরকার বাড়ির গোড়াপত্তন। ইতিহাসবিদদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সেই সময় পৃথিবীর মোট জিডিপির ৪৪ শতাংশ ভারতবর্ষ থেকে আসতো আর যার মধ্যে ২০ শতাংশ আসতো বাংলা থেকে। আর বাংলা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য খুব সহজেই গুজরাট হয়ে পেশোয়ারে রপ্তানি করার সুবিধা ছিল। তাই সিংহাসনে বসার পর থেকেই সম্রাট আকবরের নজর ছিল গুজরাট এবং বাংলার ওপরে।

তৎকালীন বাংলার মসনদে ছিলেন সুলতান দাউদ খান কররানি। তিনি ছিলেন বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান। যাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন মানসিংহ। যিনি ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি। জানা যায় সেই সময় বিহারের এক ভদ্রলোক যাদের পারিবারিক পদবী রাম, তিনি এই মুঘল সেনাবাহিনীকে খাবারদাবার জরুরি সামগ্রী দিয়ে মানসিংহকে যুদ্ধজয়ে সহায়তা করেছিলেন। তখন মানসিংহ তুষ্ট হয়ে ভদ্রলোককে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জমিদারি প্রদান করেন।

পরে এই রাম পরিবারই তাদের পদবী পরিবর্তন করে এবং তারাই বংশানুক্রমে বাওয়ালি রাজবাড়ির মন্ডল পরিবার। কিন্তু কোথা থেকে এলো এই সরকার পরিবার এবং তারা কীভাবে এলো এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বঙ্গনগরে?

জানা যায়, এই বাওয়ালির মন্ডল পরিবার ঘটনাচক্রে একবার সরকার বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ভক্তরাম সরকারের বাড়িতে যিনি সেই সময় বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী কোনও এক গ্রামে বাস করতেন। এই সরকার পরিবারই ছিল যুদ্ধের পাঠান পক্ষ, সরকার পদবীটা পাঠান সুলতানরাই দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই সরকার পরিবারের সাথে মন্ডল পরিবারের একটি সখ্যতা তৈরি হয়ে যায়।

এই মন্ডলদের জমিদারি ছড়িয়েছিল সারা দক্ষিণবঙ্গে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুন্দরবনও। তখন সুন্দরবনে যাওয়ার কোনও স্থলপথ ছিল না। তাই বাওয়ালির পাশের খাল পথ ধরে মন্ডল পরিবারের মুন্সি খাজাঞ্চীরা রাজস্ব আদাই করতে যেত সুন্দরবনে। বর্তমান ডায়মন্ড হারবার অর্থা তখনকার (হাজিপুর) হয়ে সেই সময় সুন্দরবনে যাওয়ার একটাই মাত্র রাস্তা ছিল। আর পুরো এলাকটাই তখন ডাকাত অধ্যুষিত অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। তাই সুন্দরবনে যাওয়ার পথে রাতে মন্ডল পরিবারের মুন্সি খাজাঞ্চিরারা তাদের নৌকা বাঁধত বঙ্গনগরের কাছে চন্ডীতলায়। একবার সুন্দরবন যাওয়ার সময়ে তারা রাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্থানীয় মিত্রবাড়িতে। এই মিত্রবাড়িতে ১৪ বছরের একটি মেয়ে ছিল, যার এক চোখে দৃষ্টিহীনতার কারণ সুপাত্রের সন্ধানে পাচ্ছিলেন না মিত্র বাড়ির লোকজন। তখন বাওয়ালী মন্ডল বাড়ির মুন্সী খাজাঞ্চিরা ভক্তরাম সরকারের সাথে মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেন, পরে বিবাহও দেন।

বিয়ের পর ভক্তরাম সরকার স্ত্রী কে নিয়ে বঙ্গনগরের নারায়ণ বাড়ির পেছনের একটা জায়গায় থাকতে শুরু করেন। ভক্তরাম সরকার শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাই টোল পাঠশালা চালিয়ে উপার্জন শুরু করতেন, কিন্তু তাতে আয় বিশেষ হচ্ছিল না তার। পরবর্তীকালে ভক্তরামের ঘরে আটটি সন্তানের জন্ম হয়।

এই ভক্তরামের বড় ছেলে শোভারাম সরকার যার সাথে বাওয়ালী মন্ডল পরিবারের সম্পর্ক ছিল মাতুলালয়সম। কথিত আছে ১৪ বছরের শোভারাম সরকার একবার ওই বাড়ির দাদু কে আবদার করে বলেছিলেন যে তিনিও জমিদারী করতে চান। দাদু নাতির কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ জমিদারী করা অত সহজ ছিলনা। চোর ঠেঙ্গারের দের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা সত্যিই দুষ্কর ছিল।

কথাটা শুনে শোভারাম সরকার একটি ছুরি দিয়ে আঙুল কেটে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে।

শোভারামের বীরত্ব দেখে মন্ডল পরিবার ওনাকে সামান্য কিছু জমি প্রদান করেন। যেটা তার শৌর্যে–বীর্যে পরবর্তীকালে বড় জমিদারিতে রূপান্তরিত হয়। এই শোভারাম সরকারই প্রথম পুজোর প্রচলন করেন আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে কালীপুজো দিয়ে পুজোর সূচনা হয়, তার কিছুদিন পর হয় এই দুর্গাপুজো। প্রায় ২০০ বছর আগে এই বংশের সুরেন্দ্রনাথ সরকার পুরনো পুজোটিকে বিস্তৃত রূপ দান করেছিলেন। কালীঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে এসে এই পুজোর সমস্ত কাজ করা হতো। নাট মন্দিরের আটচালাটি আগে শালকাঠ, উলু, খড় দ্বারা নির্মিত ছিল। পরবর্তীকালে এটি ইট দ্বারা নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। এখানকার দুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট্য হল এই পুজোর কাঠামো পুজো করা হয় জন্মাষ্টমীর দিন। পূর্বে দুর্গা প্রতিমা ছিল ১ কাঠামো বিশিষ্ট। কিন্তু বর্তমানে বিসর্জনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সপারিষদ দুর্গা প্রতিমা কে তিনটি খন্ডে তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়। মা দুর্গার দুই পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া।

সরকার বাড়ির পরিবারের সদস্যদের কথায়, পুজোয় আগের মত সেই জৌলুস আর নেই। কিন্তু আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা একইভাবে রয়ে গেছে। এখনো পুজোর কটা দিন সরকার বাড়ির সদস্য, আত্মীয় পরিজন ও গ্রামের মানুষেরা একত্রে মিলিত হয ও আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে গোটা সরকার বাড়ি।

ছাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীর আত্মহত্যা চেষ্টা নানুর থানার সাওতা গ্রামে। আর তার এই আত্মহত্যা চেষ্টার কারণ হিসেবে উঠে আসছে এক অন্যতত্ত্ব। তার পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ বিশ্বকর্মা পুজোর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল ওই ছাত্রী। সেখান থেকে ফেরার পথেই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। তার সঙ্গে ওই মারাত্মক পরিস্থিতির শিকার হয়ে রবিবার সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেছে সে, এমনটাই জানাচ্ছেন তারা। যদিও এবিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আর এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয় গণধর্ষণ বা অন্য কোনো তত্ত্ব। তবে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই ছাত্রীর। তাই ঘটনার সঙ্গে প্রেমঘটিত কারণ যুক্ত আছে কিনা সেটাও এখন দেখার। এদিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ হয় নি বলেও জানা গেছে। পুলিশ এব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। ওই ছাত্রী বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং বর্তমানে তার অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল আর তাই এক্ষেত্রে ওই ছাত্রীর বয়ান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়ূরেশ্বর ২ নং ব্লকের দক্ষিণগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান শিউলি দে বুধবার ১৪ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করে পদত্যাগ করেন প্রধান। গোরু পাচার তদন্তে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে বাড়ি থেকে গত ১১ আগস্ট গ্রেপ্তার করে। অনুব্রতহীন বীরভূম জেলার পঞ্চায়েত প্রধানের পদত্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসূতিকে আটকে কজওয়ে ঘাটে মস্তানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোর করে টাকা তুলতে গিয়ে অমানবিক ঘটনা ঘটলো নলহাটি দেবগ্রাম কজওয়ে ঘাটে টোলের মস্তান বাহিনীর। মঙ্গলবার বিকেলে নলহাটি থানার মুস্তাফা ডাঙাপাড়া বাসিন্দা নাসিম সেখের স্ত্রী প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। তড়িঘড়ি গাড়ি করে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে আসছিলেন সেই সময় রাস্তায় দেবগ্রাম কজওয়ে ঘাটে টোলের মাস্তান বাহিনীরা গাড়ি–টা আটকে দেয়। টাকা না দিলে ছাড়া হবে না কিন্তু তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসায় কাছে টাকা না থাকায় গাড়িটিকে আটকে রাখে। আর এদিকে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ওই গর্ভবতী মা। তাদের কাছে জোড়হাত করে আবেদন করলেও কোনও কর্ণপাত করে নি। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হয়ে যায় ঝড়ের বেগে। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসে তবেই ছাড়ে গাড়ি। প্রায় আধঘন্টা আটকে রাখে গাড়িটিকে। বুধবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তলব করেন নলহাটি ১ নং ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ। যে ব্যক্তি করেছে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান নলহাটি ১ নং ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ।

সরব এবার মৎস্যজীবীরাও

প্রথম পাতার পর

আবেদনকারী জানতেই পারে না ওই ভাগ বাঁটোয়ারার কথা। ফোরামের কনভেনর প্রদীপ চ্যাটার্জী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান তথ্য জানার অধিকার আইনের অধীনে একের পর এক আবেদন করে কিছু আংশিক তথ্য মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছে। এমনকি বেনফিশের থেকে উত্তর পেতে গিয়ে ফোরামকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে কিন্তু আজও কোনও সুরাহা মেলেনি। ফোরামের সম্পাদক মিলন দাস জানান সব মিলিয়ে প্রতারিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। এছাড়াও ১২৪জন ছোট নৌকাধারী ও ৫২ জন বড় নৌকাধারীও প্রতারিত হয়েছেন। তিনি এই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবী করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি সুনিশ্চিত করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

করোনা উৎসবে মাতোয়ারা নোদাখালী–বিষ্ণুপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দুবছর করোনার তাণ্ডবে দুর্গা পুজোর আনন্দটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে করোনাসুর বধ না হলেও এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তাই এ বছর শারোৎসব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। দঃ শহরতলির নোদাখালী–বিষ্ণুপুর থানা এলাকাতেও উৎসবের ঢেউ লেগেছে।

* নোদাখালী চড়া ডোঙাড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব : এবছর এদের পুজো ২৭ বছরে পদার্পণ করল। পুজো কমিটির সম্পাদক আশিস প্রামাণিক (লাল্টু) জানালেন, এবারে তাদের থিম 'দৃষ্টিকোণ'। প্রদীপ আর আয়না দিয়ে তৈরী হচ্ছে অভিনব মণ্ডপ। মণ্ডপ রূপায়ণে বুবাই মান্না। মৃৎশিল্পী উত্তম জানা ও কুন্তল জানা।

পারিজাত সংঘ : এবছর পারিজাত সংঘের পুজো ৩৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজো কমিটির সম্পাদক তপন হালদার জানালেন, এবছর তাদের অভিনব থিম নাগা আদিবাসী পরিবারের দুর্গাপুজো। মণ্ডপ তৈরি করছেন প্রদীপ ও আবীর।

উত্তর ও দক্ষিণ বাওয়ালী অঞ্চল আদিবাসী : এ বছর এই পুজো কমিটির পুজো ৬০তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজো কমিটির কার্যকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায় জানালেন, এই প্রথম বাওলীতে কুমারটুলির প্রতিমা আসছে আমাদের মণ্ডপে। এবং অভিনব স্বর্ণ মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। সপ্তমীর দিন ৮০ জন প্রবীন মানুষকে সম্মান জানানো হবে। ১০৫ বছরের অসীমা চক্রবর্তী আমাদের মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন।

বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটি : বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির পুজো ৯৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল। সংগঠনের সম্পাদক কাজল দত্ত এবং পূজা কমিটির সম্পাদক দিলীপ দত্ত জানালেন, অভিনব প্রতিমা নির্মাণ করেছেন বরুণ সাউ। চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

ডাকাতির কিনারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঘরের কর্তার খোঁজ করতে এসে মহিলার বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে সাঁইথিয়া থানার ফুলুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিত্রপুর গ্রামের দলিল লেখক মহম্মদ সাহাজানের বাড়িতে । ডিএসপি শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ অয়ন সাধু, সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহাচৌধুরী সহ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান । সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ । আটদিনের মাথায় ডাকাতির কিনারা করলো বীরভূম জেলা পুলিশের । ৫ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতরা হলো – সাঁইথিয়া থানার মিত্রপুর গ্রামের শেখ আজাহারউদ্দিন, লাভপুর থানার দরবারপুর গ্রামের হাসিবুল শেখ ও গোলাম মোস্তফা,কাকরতলা থানার হরিএকতলা গ্রামের শেখ মোতুজা এবং কীর্নাহারের হৃদয় মন্ডল । ধৃতদের কাছ থেকে এক লক্ষ কুড়িহাজার টাকা,সোনার গয়না, একটি আগ্নেয়াস্ত্র,ন'রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ । মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী বলেন, মূল অভিযুক্ত শেখ আজাহারউদ্দিন । একই গ্রামের হওয়ার জন্য যার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল তার মেয়ের সঙ্গে আজাহারের ফোনে কথা হতো । সেখান থেকে টাকার কথা জেনেছিল আজাহারউদ্দিন । সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

ব্যাঙ্ক বেসরকারি করণের

প্রথম পাতার পর

এদিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ফেডারেশন অব ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, যে পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করে সরকারকে বিপদে ফেলেছেন, তাঁদেরই দেশের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। যদি এমনটা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়বেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করতে চাইছে। তাহলে দেশের বেকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হবে। ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকার সুরক্ষাও প্রশ্নের মুখে পড়বে। স্থায়ী পদে নিয়োগ করলে এই আশঙ্কা থাকবে না। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে বেকারত্ব দূর হবে। বরং লোকসানে চলা বেসরকারি ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে সরকারি ব্যাঙ্ককে এগিয়ে আসতে হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক রুগ্ন হলে চিটফান্ড বাড়বে বলে মনে করেন আন্দোলনকারীরা। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ঋণ পায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে। গ্রাম–শহরের অর্থনীতির বড় ভিত্তি এই সব ব্যাঙ্ক। তাহলে ব্যাঙ্ক বেসরকারি হলে বহু সমস্যা হতে পারে।

প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা কো অপারেটিভের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সল্টলেকের মিডিয়া সিটির কনফারেন্স হলে গত ১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার অনুষ্ঠিত হল অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স এন্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর সহযোগী সংস্থা অ্যাডভান্সড মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সারা রাজ্যের প্রায় চারশোর বেশি প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন॥ সকাল ১০ টায় শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে প্রধানশিক্ষক,শিক্ষিকাদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শুরুতে অ্যাডভান্সড মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান তাপস কুমার দে সমিতির নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করেন। এরপর সমিতির সম্পাদক শান্তনু মন্ডল সমিতির ভবিষ্যত কর্মপন্থা প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমর্থন করেন।এরপর মন্ত্রীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি সজ্জিত অসাধারণ এক মঞ্চে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে এসে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, আমরা সারা রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রধানশিক্ষক শিক্ষিকাকে সংগঠিত করেছি। আমরা রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মসূচি ও প্রায় সতেরোটি প্রকল্পের সুষ্ঠ রূপায়ণে সদা সচেষ্ট। এই সংগঠন একটি অরাজনৈতিক পেশাগত সংগঠন। কিন্তু আমরা পেশাগত বঞ্চনার শিকার,তিনি সংগঠনের দাবিসমূহ যেমন সকল শিক্ষাবহির্ভূত কাজ থেকে মুক্তি,স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ,প্রশাসনিক বদলি বন্ধ,ছাত্র শিক্ষক অনুপাত মেনে উৎসশ্রী পোর্টালে ট্রান্সফার ও প্রতিটি স্কুলে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে তিনি মন্ত্রী মহোদয়কে প্রধান শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেন। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরূপ রায় বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে এতবড় একটি সংগঠনের কথা জেনে তিনি মুগ্ধ। সোসাইটি ও সংগঠনের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন, তিনি প্রধানশিক্ষক প্রধানশিক্ষক দের এক সমাবেশে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী র উপস্থিতির বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন।

গোরু পাচার রুখলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোরুপাচার তদন্তের মধ্যেই প্রচুর গোরু উদ্ধার করলো বীরভূম জেলা পুলিশ । ঝাড়খন্ডের সারসডাঙা থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়ার সময়ে সোমবার রামপুরহাট জাতীয় সড়ক থেকে পঞ্চাশটি গোরু উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ । জাহাঙ্গীর শেখ সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সুঁড়িচুয়া মাস্তান মোড় থেকে আটচল্লিশটি গোরু ও একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান একটি ষোলো চাকা লরি একটি চোদ্দো চাকা লরি সহ সেখ বাবর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে । ধৃতের বাড়ি বিহারের বাকা জেলার আমারপুর থানার চিড়িয়া গ্রামে । ধৃতকে রবিবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হয় । গত পনেরো সেপ্টেম্বর রাতে মনসুবা মোড় থেকে একটি বোলেরো গাড়ি এবং একটি দশ চাকা লরি আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ । বোলেরো পিকআপ ভ্যান থেকে ছটি গোরু এবং একটি দশ চাকা থেকে একত্রিশটি বাছুর উদ্ধার করেছে পুলিশ । দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতরা হলো – তারাপীঠ থানার বুধিগ্রামের টগর শেখ (৩৮) এবং মুর্শিদাবাদ জেলার খরজুনা গ্রামের মিরচাঁদ শেখ (৩৫) । ১৬ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন বিচারক । মল্লারপুর থানার পুলিশ বাইশটি গোরু উদ্ধার করেছে । দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।

মহানগরে

ই-মার্কেটিংয়ে জেম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতা শূন্যের মধ্যেই ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। অর্থাৎ সরকারের এমন একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারছেন বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ জন। তাদের ব্যবসা শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারত সংলগ্ন দেশগুলিতেও করা সম্ভব হচ্ছে। সব ধরনের ব্যবসায়ী এই ই-মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেম এর পশ্চিমবঙ্গের অধিকর্তা দেবাশিস সরকার বলেন, এই ডিজিটাল মঞ্চে প্রবেশ করা খুবই সহজ। নিজেদের কোম্পানি যেমন এখানে যায়। ব্যবহার করাও খুব সহজ। সহজভাবে ব্যবসার এখন একটাই নাম জেম। ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলি এর মাধ্যমে অনেকটাই উপকৃত হয়েছে। প্রায় ৪৮ লক্ষ জিনিস ইতিমধ্যেই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

এর মাধ্যমে ব্যবসা করার সুযোগ অনেকটা বেড়েছে বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন ধরনের বিক্রেতারা উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। ক্যাটারার রাও এর মাধ্যমে অনেক সুযোগ পাচ্ছে ব্যবসা বৃদ্ধি করার এর সাথে সাথে বিভিন্ন আইটি প্রস্তুতকারক সংস্থা বা এলইডি লাইট প্রস্তুতকারক সংস্থা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সব ধরনের ব্যবসা করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে জেমের

অন্তর্ভুক্তকরণ করা যায় কেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠী এখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোকেরাই তাদের নিজেদের অর্ডার পাবে সরাসরি এর মাধ্যমে। এখান থেকে শুধু বাইরের ক্রেতারা নয় সরকারও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এখান থেকে কিনতে পারে। এর মাধ্যমে টেন্ডার ভর্তি করা মাধ্যমে। ক্রেতারা জানালেন, প্রায় কোটি টাকার ওপর ব্যবসা তারা করতে পারে এর মাধ্যমে। তবে কিছু কিছু জায়গায় এখনও আরেকটু সহজ করে তোলার দাবিও জানান তারা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভাগ্য খুলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই ডিজিটাল মঞ্চ জেম।

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্মি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এর রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিউটাউনে তাদের প্রতিষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করে আলিপুরে শিক্ষা প্রদানে সফলতা লাভ করেছে এই প্রতিষ্ঠান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কালিটা, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আইএস রাঠোর, বেঙ্গল সাব এরিয়ার মেজর জেনারেল এস এস খালোন, প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর প্রাক্তন মেজর জেনারেল বিজয় এস রানাডে, প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন ডিরেক্টর ডক্টর সুজিত কুমার বসু, প্রাক্তন ডিরেক্টর ডক্টর কে কে চৌধুরী এবং টাটা স্টিল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আব্রাহাম জি স্টিফেনসন। রানা প্রতাপ কলিটা তার ভাষণের মাধ্যমে বলেন, প্রতিষ্ঠান ভবিষ্য গড়ার কাজে যেমন এগিয়ে চলেছে তেমনভাবে আরো এগিয়ে চলুক। সবশেষে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের দাঁড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাচে গানে সমগ্র ভারত একই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিল। সবশেষে কেক কাটার মাধ্যমে শেষ হয় আনন্দ মুখর প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান।

পার্কিং জুলুম ঠেকানোর দাওয়াই

পুর-রেট চার্ট ও আই কার্ড

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার সর্বত্র কার পার্কিং লটে এজেন্সির কর্মীরা তাঁর ইচ্ছে মতো কার পার্কিং ফি নিচ্ছে। আবার যারা এই ফি নিচ্ছে, তারা ওই এজেন্সির কর্মী কী না? সেটাও বোঝার উপায় নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এই ছেলেটি ওই নির্দিষ্ট এজেন্সির কর্মীই নন। ওই এজেন্সির এক কর্মী তাকে কাজে লাগিয়েছে। আর ছেলেটি তার ইচ্ছে মতো ফি নিচ্ছে। কোনও টিকিট বা রসিদের বালাই নেই। ডে পার্কিং – এ(সকাল ৭টা থেকে রাত ১০ টা) ফোর হুইলারস (ট্যাক্সি, ওলা, উবের, প্রাইভেট কারস) প্রতি ঘন্টায় কার প্রতি ১০ টাকা কথা। অথচ নেওয়া হচ্ছে ২০ টাকা। এটাই এখানের রেট। রসিদ চাইলে পার্কিং লটের কর্মীরা দুর্ব্যবহার করে। পার্কিং জোনের কর্মীদের জুলুম নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়েছে কলকাতা পুরসংস্থার কার পার্কিং বিভাগে। পার্কিং জোনে পার্কিং ফি চার্ট টাঙানোর নির্দেশ থাকলেও এজেন্সি গুলি কেবল এজেন্সির নামের এক বা একাধিক বোর্ড লাগায়। কিন্তু ডে রেট চার্ট লাগায় না। এজেন্সি গুলির দৌরাত্ম রোধে এবার পুর কার পার্কিং দফতর কলকাতা জুড়ে ডিজিটাল পার্কিং ফি – র তালিকার বোর্ড লাগাবে। এই ডিজিটাল বোর্ড থেকে কলকাতাবাসী কলকাতা পুরসংস্থার নির্ধারিত পার্কিং ফি' র তালিকা জানতে পারবে।

কলকাতার কার পার্কিং স্পেসে দিনের বেলা একটি টু হুইলার রাখলে ঘন্টায় ৫ টাকা দিতে হয়। কার, ভ্যান ও মিনি বাস রাখলে ঘন্টায় ১০ টাকা। বড়ো বাস ও লরির জন্য ঘন্টা প্রতি রেট ২০ টাকা। এটাই কলকাতা পুরসংস্থার

নির্ধারিত পার্কিং ফি। এজেন্সি গুলির কর্মীরা কলকাতা পুরসংস্থার নির্ধারিত রেটের থেকে গাড়ির মালিকদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিচ্ছে কলকাতা পুরসংস্থার নাম করে।

প্রসঙ্গত, কলকাতার প্রায় ৬০০ রাস্তায় ১০ হাজার অনুমোদিত কার পার্কিং স্পেস রয়েছে। বিভিন্ন এজেন্সি এইসব পার্কিং লটের দায়িত্বে রয়েছে। তার বিনিময়ে এজেন্সি গুলির কাছ থেকে পুরসংস্থা টাকা ভাড়া নেয়।

কলকাতায় করে পার্কিং এজেন্সির দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পুরসংস্থা কলকাতার বিভিন্ন মোড়ে এলইডি বোর্ড লাগাবে। ওই এলইডি বোর্ডে পার্কিং ফি – র তালিকা উল্লেখ করা থাকবে। তা সত্ত্বেও পাকিং এজেন্সি গুলি সচেতন না হয়েও বাড়তি পার্কিং নেওয়ার অভিযোগ ওঠে, তাহলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এবিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার পার্কিং স্পেসে বেআইনি ভাবে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। অনেক জায়গা থেকে প্রচুর খবর আসছে। সেগুলো আমার নজরে এসেছে। আমি বলে দিয়েছি, প্রত্যেকটি পার্কিং লটে একটা করে সিসি ক্যামেরা থাকবে। এবং বড়ো করে রেট চার্ট টাঙানো থাকবে। বড়ো করে ডিসপ্লে করতে হবে। তাতে অভিযোগ জানানোর মোবাইল ফোন নম্বর লেখা থাকবে। ওখানে কোন এজেন্সিকে ওই পার্কিং বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাও লেখা থাকবে। মহানাগরিক আরো বলেন, আমরা মাঝে মাঝে ট্রাফিক পুলিশকে দিয়ে চেক করাবো। যারা পার্কিং – এর দায়িত্বে আছে, তারা নির্দিষ্ট একটি ড্রেস পরে থাকবে এবং ওই নির্দিষ্ট এজেন্সির দেওয়া আইডেন্টিটি কার্ডও ওই ছেলে বা মেয়েদের গলায় ঝোলানো থাকবে। তা না হলে ওখান থেকেই তাদের অ্যারেস্ট করা হবে। আমরা ধরে নেবো, আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া যারা পার্কিং – এর টাকা আদায় করছে, তাদের অ্যারেস্ট করা হবে। এরা ইললিগালি টাকা তুলছে। তাই পুলিশকে আমরা এফআইআর করে তাদের অ্যারেস্ট করবো। মহানাগরিক আরও জানান, পুজোর পর কেএমসি থেকে ওই পার্কিং ওয়ালাদের প্যান্ট-জামা দেওয়া হবে। এই ড্রেসটা পরলে বুঝতে পারা যাবে, কারা সত্যিকারের আর কারা সত্যিকারের নয়। না কী এমনি টাকা তুলে। আর পার্কিং – এ নির্দিষ্ট গাড়ির সংখ্যার অতিরিক্ত গাড়ি থাকলে, ওই পার্কিং এজেন্সির টেন্ডার বাতিল করা হবে। এবং আমাদের কর্পোরেশনের অ্যাপের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওই অভিযোগ জানানোর নম্বরটা। পরে আমরা সাক্ষী হিসাবে ডেকে এজেন্সির টেন্ডার বাতিল করা হবে।

অভিযোগে জানতে হবে, অ্যাপের মধ্যে এজেন্সির নাম, কোথায় ঘটেছে? কখন ঘটনাটি ঘটেছে? ইত্যাদি জানিয়ে অভিযোগ জানাতে হবে।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

বরুণ মণ্ডল : রাজ্য সরকার আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণকে মর্যাদাদান ও শারদোৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ২০১৩ থেকে দুর্গা পুজোর সেরা সম্মান বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান' পুরস্কার প্রবর্তন করে আসছে। এবারও বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান – ২০২২' প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর এই পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে একথা জানালেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ কলকাতা পুরসংস্থা, কলকাতার উত্তরস্থিত বরাহনগর পুরসভা, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, পূর্বস্থিত বিধাননগর পুরসংস্থা এলাকার সেরা প্রতিমা,

সেরা মন্ডপ, সেরা ভাবনা(থিম), সেরা আলোকসজ্জা, সেরা পরিবেশবান্ধব, সেরা সাবেকি পুজো, সেরা সমাজ চেতনা, সেরা অন্য ভাবনা, বিশেষ পুরস্কার, সেরা ঢাকেশ্রী, সেরা বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডিং এবং সেরার সেরা – এই ১২টি বিভাগে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান – ২০২২' প্রদান করা হবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার পুজো গুলির জন্য সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এই শারদ সম্মানের বিচারকমন্ডলীর দায়িত্ব পালন করবেন। বিচারকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত পুজো কমিটি গুলিকে এই শারদ সম্মানে ভূষিত করা হবে। নির্বাচিত পুজো কমিটির ফলাফল মহাষষ্টীর দিন আগামী ১ অক্টোবর শনিবার ঘোষণা করা হবে। কলকাতা ছাড়া বাকি ২২টি জেলার যে সকল বিষয়ে এই শারদ সম্মান' প্রদান করা হবে, সেগুলি হল – সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ ও সেরা সমাজ সচেতনতা। এই ৪টি বিষয়ে। কলকাতার মতো জেলার নির্বাচিত পুজো কমিটি গুলির নামও আগামী ১ অক্টোবর জেলায় জেলায় ঘোষণা করা হবে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পুজো কমিটি গুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.egiyebangla.gov.in, www.wb.gov.in এবং www.bbss.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যাওয়া যেতে পারে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসু, আধিকারিক মিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

লেন্স বার্তা

আলিপুর জেল মিউজিয়ামে রূপান্তরিত।

কাজ প্রায় শেষ, পুজোর আগেই খুলবে ফুট ওভার ব্রিজ, এক্সাইড মোড়ে।

আবার বৃষ্টি, তাই কিছুটা থমকে গেছে প্রতিমা প্রস্তুতির কাজ।

মাঝে আর কটা দিন , উৎসবে মাতবে শহর, চলছে তারই প্রস্তুতি।
ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

মানব কল্যাণ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী রাজু সরকারের উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এ শারদ সম্মান ২০২২ স্মারকটি উন্মোচিত হল। উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ, মিলন মাঝি যিনি পায়ে হেঁটে দিনে ২৫০০ কিমি লাদাখ ভ্রমণ করেন, সমাজসেবী তাপস দে, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব গুহ, মলয় সুর, সংগঠনের সকল সদস্য ও সদস্যারা। রাজু সরকার বলেন, পুজো মন্ডপে বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা ও ছোট ছোট শিশুরা কত তাড়াতাড়ি প্রতিমা দর্শন করে ভিড়ের মধ্যে থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারবেন– বিচারক মন্ডলী সেটাই নজরে রাখবে। এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে পুজো দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ মানুষদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ছবি : অরুণ লোধ

৩০০ বছরের হরগৌরীর আরাধনা

মলয় সুর, চন্দননগর : দেবী দশভূজা নন। মহিষাসুরও নেই। দেবী গৌরী মহাদেবের বাম উরুতে বসে আছেন। সন্তানরাও সকলেই রয়েছেন। লক্ষী–সরস্বতী পদ্মফুলের উপর এবং কার্তিক ময়ূরের উপর বসে আছেন। নীচে ষাড় রয়েছে। এখানে গণেশের রঙ লাল ও কার্তিকের হলুদ রং। তিনশো বছর ধরে চন্দননগর বক্সিগলির জিটি রোডের কাছেই পাল বাড়িতে এভাবেই হরগৌরীর আরাধনা হয়ে আসছে। পাল পরিবারের এইপুজোর প্রচলন নিয়েও রয়েছে নানা কাহিনী। আগে এই পরিবারে মহিষমর্দিনী পুজো হতো। সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই পরিবারে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ পাল স্বপ্নাদেশ পান বাঁশবেড়িয়া খামারপাড়া কুণ্ডু বাড়ির প্রতিমার মতো দেখতে হবেন। পরিবারের নাতনি কাশ্মীরী কুণ্ডু বলেন, সেই থেকেই হরগৌরী পুজো শুরু হয় এখানে। ষষ্ঠীর দিন কাছেই পঞ্চানন তলায় সিঁদুর চুপড়ি দিয়ে প্রথম পুজো দেওয়া রীতি রয়েছে। বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠ পিসি শিবানী পাল বলেন, এখানে বৈষ্ণব ধর্মে পুজো গুপ্ত প্রেস মতে দীক্ষিত হয়। মহালয়ার পর দেবীপক্ষ থেকে দুবেলা পুজো পাঠ বা বোধন শুরু হয়। আগে মহিষ বলি হতো। এখন বন্ধ। প্রতিমা তৈরি করেন ঠাকুর দালানে শিল্পী মহাদেব পাল। অষ্টমীর দিন ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুমারী পুজো করার রীতি রয়েছে। ওইদিন সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তন হয়। এই পরিবারে লোহার সরু তারের ব্যবসা রয়েছে। এখানে কোনও বলি দেওয়া হয় না। পরিবারের নাতনি পত্নী সুজাতা পাল বলেন, প্রতিপদের দিন সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ হয়। ২০০ শরিকরা পালা করে কুল দেবতা নারায়ণ ও মা চণ্ডীর পুজো করেন। এখানে সন্ধি পুজোতে মহিলারা পুজোর জোগাড় করেননা। ১০ কেজি চালের নৈবেদ্য ও ১০৮টি লাল পদ্মফুল সন্ধি পুজোয় দেওয়া হয়। তবে উল্লেখ্য, সন্ধি পুজোর প্রসাদ বাইরের লোকের বাড়িতে যায় না। ওই সময় ছবি তোলা নিষিদ্ধ। দশমীতে পরিবারের সকলে পংক্তিতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ওই দিন সন্ধ্যায় মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে লরিতে প্রতিমা নিয়ে চন্দননগর রামেশ্বর ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু পরম্পরা মেনে আজও হরগৌরীর আরাধনা হয় পাল পরিবারে।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

যুব উৎসব সফল করতে বিশিষ্টদের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বারুইপুরে রবীন্দ্র ভবনে জেলা যুব উৎসব হবে

সাল ১০টায়। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এই যুব উৎসব হবে। মোট ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। ১৮–২৯ বছরের যুবক যুবতীরা অংশ নেবেন কবিতা লেখা, ফোটোগ্রাফি, পেন্টিংস, যুব কনভেনশন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং ফোক ডান্স প্রতিযোগিতায়। উৎসব যাতে সফল হয় তার জন্য গত ২০ সেপ্টেম্বর বারুইপুরে নেহেরু যুব কেন্দ্রের দফতরে ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর এক সভা করলেন। সেই সভায় সমাজের নানা স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। যেমন প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা সংগঠক ডাঃ তরুণ রায়, প্রশিক্ষক কামিনী কুমার গুছাইত, প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃণাল নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংগঠক সুফল ঘাঁটু, মানস নস্কর, অলোক হালদার, দুলাল মজুমদার, দফতরের এপি এ কপিলকুমার এবং বিভিন্ন ব্লকের নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকরা। যুব উৎসবের দিন অতিথি ও বিচারক হিসাবেও অনেক বিখ্যাত মানুষ উপস্থিত থাকবেন। ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর জানালেন, ওইদিন থাকার কথা প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক, অধ্যাপিকা সুরভি মুখার্জী, অলকানন্দ মুখার্জী, দুবরাজ পুরের বিধায়ক অনুপ সাহা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রিন্সিপ্যাল স্বামী একাচিত্তনন্দ মহারাজ ও সেক্রেটারি স্বামী সর্ব লোকানন্দজী মহরাজ।

বাংলাদেশের পুজো এখন চুঁচুড়ায়

জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার ফলে বহু পারিবারিক প্রাচীন দুর্গাপুজো নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এর মধ্যেই এখনও বেশ কিছু পারিবারিক পুজো জাঁকজমক সহকারে না হলেও নিয়ম নিষ্ঠা মেনে আজও হয়ে যাচ্ছে। এই রকম একটি বনেদি বাড়ির পুজো হলো হুগলির চুঁচুড়ার মতিবাগান (মাঝের রাস্তা) এলাকার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে বসুঠাকুর বাড়ির দুর্গা পুজো। এই পরিবারের বংশধররা বাংলাদেশে ঢাকা বিক্রমপুর মালখানাগড় অঞ্চলের বাড়িতে প্রথম পুজো শুরু করেন। বর্তমানে চুঁচুড়ায় বসুঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু ১৯৭৮ সালে। যে বছরে সারা রাজ্য ভয়ঙ্কর বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। বাড়ির গৃহকর্তা ভূবেশচন্দ্র বসু ঠাকুরের হাত ধরেই চুঁচুড়ায় পুজোর প্রচলন হয়। তিনি ৬০–এর দশকে কংগ্রেস আমলে চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হেমনলিনী দেবী। তারপর ভবেশ বাবু মারা যাওয়ার পর বর্তমানে বাড়ির কর্তা ৮৯ বছরের বিশিষ্ট নাট্যকার দিলীপ বসুঠাকুর। উল্টো রথের দিন দেবীর কাঠামো পুজোর পর মাটি পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। একচালা শোলার সাজে প্রতিমাকে সাজানো হয়। প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চতার একচালা প্রতিমা তৈরি করা হয়। পুজোর নিয়মে পশুবলি, কুমারীপুজো ইত্যাদি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ। প্রতিমায় গঠনে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ঐতিহ্য মেনে মৃৎশিল্পী সুকুমার পাল, পুরোহিত বাবুলাল মুখার্জী এবং বর্ধমানের রায়নার ঢাকিরা বংশ পরম্পরায় পুজোয় এভাবেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পুজোয় পঞ্চমীর দিন রাত্রে মায়ের চক্ষুদান করা হয়। সেদিন মাকে সোনার অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়। এদিন মৃৎশিল্পীকে একটা ভোজ্যি ও ১০১ টাকা দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন কলাবৌ স্নান করানো হয় গঙ্গায়। পরিবারের মেজো ভাই সঞ্জিত ও ছোট শংকর বসুঠাকুর আছেন। শংকর নাট্য জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত রয়েছেন। বংশের সকলেই এই পুজোর ব্যয় বহন করেন। আগে বসু ঠাকুর বাড়িতে পুজোর চারদিন জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এখনও তার রেওয়াজ ছোট করে রয়েছে। এই

বাড়ির সদস্যরা অনেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পুজোর সময় কিন্তু মিলিত হয়ে পুজোর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। পারিবারিক মিলন মেলা হয়ে ওঠে পুজোর জায়গায়। এবারে দিলীপবাবুর মেয়ে স্বস্তিকা গুহ মুম্বইয়ের দাদার থেকে আসবেন। পুজোর চারদিন পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। গত দুবছর ধরেই করোনা, কোভিড, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশনের মতো শব্দ চালু হয়ে উঠেছিল। এবারে তাই বঙ্গজীবনের প্রতিকূলতা যাবতীয় বাধা বিপত্তি পেরিয়ে প্রিয়জন হারানোর বিষাদ যন্ত্রণা ভুলে উৎসবে মেতে উঠতে আনন্দধারায় এগিয়ে উঠুক এ কামনা। বিজয়া দশমীর দিন দুপুরে প্রতিম অজিত গাঙ্গুলির ঘাটে গঙ্গায় বিসর্জন হয়। ওই দিন বাড়ির মহিলরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এই কটা দিন হইচই করে কেটে যায়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা।

মাঙ্গলিকী

ভারতে আদিম ও মৌন মুখর শিল্পকলা

বাবুল কৃষ্ণ দে : পৃথিবীর অদিম ও মৌন মুখর শিল্পকলা প্যান্টোমাইম বা মূকাভিনয়–এর উৎস সন্ধানে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়েছে সোমা মাইম থিয়েটারের কর্ণধার সোমা দাস। এই প্রজন্মের একজন শিক্ষিত প্রতিভাময়ী গবেষক ও শিল্পী সোমা মাইম শিল্পকলার নিবেদিত প্রাণ। গতানুগতিক রীতি ও প্রথাকে ভেঙে একেবারে নতুন আঙ্গিকে মূকাভিনয়কে দর্শকের দরবারে হাজির করেছেন, এবং জনপ্রিয় শিল্পীর সুনাম কুড়িয়েছেন। সারা ভারত চষে বেড়িয়েছেন এমন কি দেশ সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন তার এই বহুমুখী শিল্প প্রতিভাকে সম্বল করেই।

এটা এমন এক শিল্পকলা বাস্তবিক যার কোন দলিল দস্তাবেজ নেই বললেই চলে। তখন মানব সভ্যতার পত্তনও হয়নি।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Descent of man–এ এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে আদিম যুগে মানুষ জীবনের সংঘর্ষে টিকে থাকার জন্য নিশ্চিত ভাবেই এই প্যান্টোমাইম এর সাহায্য নিয়েছিল। আধুনিক সভ্যতাও এই নীরব মাধ্যমের প্রতি ঋণী। ঋণী সেই সব অসংখ্য মানুষ যারা বাক্য–শ্রবণ–দৃষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যায় ছিলেন বা আছেন।

ইতিহাস ঘেটে জানা গিয়েছে মনুষ্য সভ্যতার আদিকাল থেকেই নাটকীয় ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম মানুষের গ্রথিত ছিলই। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথেই ভাষা নির্মাণ হয় এবং কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটতে থাকে নানা নাট্য ভাবনার। অন্ততঃ প্রথম যুগের প্রাচীনতম দলিল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সভ্যতার আদি পর্বে কোন না কোনভাবে প্যান্টোমাইম ব্যবহৃত হয়েছে। আদিম যুগে নৃত্যকলা, চিত্রকলা, লোকসঙ্গীত, উক্তি, সাজসজ্জা এবং বিনোদন সবেতেই মূকাভিনয়ের প্রভাব ছিলই। প্যান্টোমাইমের এই

ব্যবহারই পরবর্তীকালে সৃজনশীল মানুষকে নৃত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে আকর্ষিত করে। মানুষের মুখে যখন বুলি ফোটেনি সে যখন কথা বলতে জানতো না, তখন সে কথা বলতো আকারে ইঙ্গিতে ইশারায়, নানা চিহ্ন প্রতীক, মোটিফের সাহায্যে। এটাই প্যান্টোমাইম বা মূকাভিনয়। সুতরাং বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, জীবন থেকেই উৎসারিত এই মৌন মুখর শিল্পকলা। জীবনের এই ঘনিষ্ঠতার কারণেই আজও এই প্রাচীনতম শিল্পের সরব উপস্থিতি, ও জনপ্রিয়তায় আবৃত।

এই নীরব শিল্পকলাকেই নতুন আঙ্গিক দিয়ে অনেকটাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতন উপস্থাপনা করেছেন সোমা দাস। যেখানে আবহ, আলো, স্ক্রীপ্ট, মঞ্চসজ্জা, কস্টিউম সব কিছুই বর্তমান, শুধু কথা বা সংলাপ শোনা যায় না। যা অনেকটাই নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো।

'Pantomaim is the grand-father of modern theatre.' একথা গর্বের সাথে বলাই যায়। সোমা দাস তার ভাবনা চিন্তার সংমিশ্রণে মাইম শিল্পের ধারাটাই বদলে দিয়েছে। বিখ্যাত মাইম শিল্পী পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, গতানুগতিক যে ধারা মাইমের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাকে একেবারে নতুন ভাবে নতুন ধারায় দর্শকের সামনে হাজির করেছেন। প্যান্টোমাইম বা মূকাভিনয় এমন এক ভাষা যা গোটা পৃথিবী বুঝতে পারে। সংলাপ শোনা না গেলেও অভিনয়ের দক্ষতা, শরীরী ভাষা ও অভিব্যক্তির প্রসাদগুণে যে নির্বাক চিত্রকল্প তৈরি হয় তা দর্শকবৃন্দ অনায়াসে বুঝতে পারে। কাজটা অত্যন্ত দুরূহ বটে। দর্শকের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সংলাপ। কিন্তু এই শিল্পকলায় সংলাপের কোনও জায়গায় নেই। বিশেষ দক্ষতা ছাড়া এই নীরব শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে প্রখ্যাত মাইম শিল্পি নিরঞ্জন গোস্বামীর আশীর্বাদ নিয়ে ২০১৫ সালে সোমা মাইম থিয়েটার পথ চলা শুরু করে। সোমাদাসের নির্দেশনা এবং অভিনয়ের গুণে, বিনা সুতোয় মালা গাথার দক্ষতা নির্খুত সেলাই দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নির্দেশক হিসাবে সোমা একজন সার্থক শিল্পী।

সোমার সার্থকতার পিছনে তার দীর্ঘ অধ্যবসায়। বাবা মানিক মজুমদার মূকাভিনয় শিল্পী ছিলেন। বাবার কাছেই তার এই শিল্পের হাতে খড়ি। ২০১৭ সালে ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ওস্তাদ বিসমিল্লা খান যুব পুরস্কারে ভূষিত সোমা বর্তমানে জাতীয় স্তরের শিল্প ও শিক্ষক। ২০০৩ সালে ন্যাশনাল সিনিয়র স্কলারশিপ পেয়েছেন। বর্তমানে সোমা ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাইমের অতিথি প্রশিক্ষক।

ছক ভেঙে মাইমের মান ও মূল্য বাড়াতে মরিয়া সোমা নানা সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মূকাভিনয়কে জনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন। কাজের জন্য দেশ বিদেশের স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

তার প্রদর্শিত অভিনয়– ঢাকি, উদয়ন, আইকন, শহরে পান্তা বুড়ি, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ, অমৃতস্য পুত্রা, আমার জন্মভূমি, সাঁকো, অহম নারী, শক্তিরূপেন, আগমণির আসর, আবাহনের পথে, এবং প্রেম, অভিনেত্রী, অন্দরমহলের কথা, বেঁচে থাকার প্রাণ প্রভৃতি।

সম্প্রতি সোমা দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল শহরে তার সফল নাট্য শিল্প প্রদর্শন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিতি সোমাকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দেবে সন্দেহ নেই উপসংহারে বলছি সোমার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি।

হত্যার মুখে চড়িয়াল খাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার দক্ষিণ ও দক্ষিণ – পশ্চিম প্রান্তস্থিত চড়িয়াল খাল হল একটি বড়ো মাপের জলপ্রবাহী খাল। কিন্তু রাজ্য সরকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের(এডিবি) থেকে নেওয়া ঋণের অর্থে কেইআইআইপিকে(কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্প) দিয়ে এই জোয়ার – ভাটা প্রবাহী খালকে মাইক্রো টানেলিং

চ্যানেলে পরিণত করে খালটিকে হত্যা করছে বলে 'আমরা এক সচেতন প্রয়াস ফোরাম' থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। ধ্বংসের মুখে চড়িয়াল খাল' এই বিষয়ের ওপর পুস্তকাকারে এই খালের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল। এই রিপোর্ট তৈরিতে যার অবদান অগ্রগণ্য তিনি হলেন শ্রীজা বন্দোপাধ্যায়। তিনি এই পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেন, বসবাসরত ঘরে যদি খালের জল জমে থাকে, তাহলে কী সে ঘরে বসবাস করা যায়? এই ভরা বর্ষাকালে একদিন নয় দীর্ঘদিন যাবত বসবাসরত ঘরে জল জমে থাকছে। ফলে সেখানে সাপ ব্যাঙ প্রবেশ করছে। এবং সেই জল থেকে বিভিন্ন রোগের উপদ্রব হচ্ছে। ফলে চড়িয়াল খাল পাড়বাসী এই মানুষ গুলোর বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। কেইআইআইপি থেকে তাদের কোনও ওয়্যুষপত্র দেওয়া হচ্ছে কী না। যদিও তারা সেটার বিষয়ে কোনও এক অজানা কারণে খুব বেশি গভীরে যেতে চাইছে না। এবং কেইআইআইপি – র গত ন'মাসের অধিক সময় যাবত এই মাইক্রো টানেলিং কনস্ট্রাকশনের ফলে খাল পাড়ের এক কিলোমিটার এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্য করা বেশ কিছু ছোটোছোটো ব্যবসায়ীর ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই কাজের ফলে জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র লিভিং ইকো–সিস্টেমকে মেরে ফেলা হচ্ছে। জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র যেটা বয়ে চলে ছিল, সেটাকে মাইক্রো ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রশাসনিক পরিকল্পনার মধ্যে তথাকথিত উন্নয়নের একটা মডেল হিসাবে দেখানো হচ্ছে। দীর্ঘ বেশ কিছু সময় ধরে আমরা দেখছি কলকাতার একাধিক ক্যানেলকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ভেঙে যাওয়া লকগেট, অতিরিক্ত সুয়্যারেজ স্টেশন নির্মাণ, ড্রেনেজ সমস্যাকে সামনে রেখে খাল গুলি মেরে ফেলার জন্য অজুহাত করা হচ্ছে। অথচ এই খাল গুলি গুরুত্বপূর্ণ ইকোটোলা জোন'। উচিত ছিল এই ক্যানেল গুলিকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা দরকার। ড্রেনেজকে উন্নত করার জন্য। লোকাল ইকো–সিস্টেমকে উন্নয়নের জন্য। অ্যাকুয়াটিক ইকোলজি। অথচ গত দু'বছর যাবত দেখা যাচ্ছে, চড়িয়াল খালের এই প্রজেক্টের ফলে ওই অঞ্চলবাসীর সমস্যা আরও বেড়েছে। কলকাতার ক্যানেল নেটওয়ার্ক গুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর যেখানে যেখানে এই রকম মাইক্রো–ক্যানেলের কাজ(পাইপ লাইনের মধ্যে চড়িয়ে খালকে নিয়ে যাওয়া) হয়েছে, সেখানে এই ক্যানেল গুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে সেখানে সেখানে আবার ওই ক্যানেল গুলিকে রেস্টোরেশনের কাজ চলছে। আমরা'(আন অ্যাসেমব্লিজ অফ মুভমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাপ্রেইজাল) ফোরামের দাবি, এডিবি – র অর্থে কেইআইআইপি – র এই প্রজেক্ট শীঘ্রই বন্ধ করে, চড়িয়াল খালকে আবার পুরাতন উন্নত ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। দু'টো পাড় বাঁধানো হোক। চড়িয়াল খালের যে অংশে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেখানে একসময় জোয়ার–ভাটা খেলতো। ১.২ মিটার ড্রেউয়ের জলের উচ্চতা উঠতো। কলকাতায় যেভাবে খাল–বিল–জলাভূমিকে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে মানুষ একদিন একা হয়ে পাবে। পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। প্রসঙ্গত, রিপোর্টটি প্রকাশ করেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও সম্পাদক অমর নস্করসহ সামিনত্র সরকার, শ্রীজাসহ উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট সভাকক্ষে বাংলা মৈত্রী সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত চতুর্থ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব

২০২২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীপ মুখোপাধ্যায়, আসলাম সানী, কৃষ্ণা নাগ চৌধুরী, মুকুন্দ বিহারী বিশ্বাস। আয়োজক দের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা রাখেন সভাপতি সুমন্ত ভৌমিক ও বাংলাদেশ শাখার সম্পাদক মঈন মুরসালিন। এবছর বাংলা মৈত্রী সাহিত্য সম্মাননা পেলেন দুই বাংলার দুই কবি। বাংলাদেশ থেকে রশিদ হারুন এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মৌসুমী রায়। এবছর কবি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়, সোমা মুখোপাধ্যায়, ঝুমঝুম ব্যানার্জী, নীলা খান, শিল্পী দাস, অপর্ণা মিত্র মণ্ডল, গীতা বৈদ্য, চন্দন মুখার্জী, তারাপদ দাস, দেবাশিস মণ্ডল, ক্ষুদিরাম নস্কর, রবীন্দ্রনাথ সরকার, চন্দ্রিকা ব্যানার্জী ধর, বনশ্রী কয়াল, পম্পা সাহু, সেখ মনিরুল ইসলাম, উৎপল কুমার ধারা, স্বপন কুমার রায়, অরূপম মাইতি, বৈশাখী চ্যাটার্জী, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সান্যাল, তপন মাইতি, প্রসেনজিত মজুমদার, আজিজুল মোল্লা প্রমুখ। পাশাপাশি আবৃত্তিকার হিসেবে ছিলেন ব্রততী চ্যাটার্জী, সোমা ঘোষ, মনামী ঘোষ, মানসী চক্রবর্তী, বর্ণালী নাগ, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমারীত মোদক, কেয়া রায়, শুভায়ন চক্রবর্তী, কৃতি বড়ুয়া, শ্রীতমা ঘোষ, উমা সরকার, দীপ্তি সাউ সহ প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতা মুখার্জী, অর্চিস্মিতা জানা, সম্প্রীতি সরকার। নৃত্য পরিবেশন করেন দিশা পাত্র, স্বর্ণাশ্রী সাউ, ময়ূরী, অলকা মাহাতো, পাপড়ি চ্যাটার্জী।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে বাংলা মৈত্রী সাংস্কৃতিক পরিষদ এর সভাপতি সুমন্ত ভৌমিক বলেন, আমরা দুই দেশে বাস করলেও আমাদের ভাষা, সাহিত্য, মননশীলতা কিন্তু একই। আমরা এক সময় ঠিক করেছিলাম এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দুই বাংলাকে এক করতে। সেই সময় দুই দেশের হাতে গোনা কয়েকজন সাহিত্যকর্মী মিলে এই সংগঠন গড়ে তোলা। আজ অবশ্যই সেই সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি এই ভাবেই দুই বাংলাকে একসঙ্গে যুক্ত করে রাখতে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। আশারাখি আগামী দিনেও এই সংখ্যা অনেক গুন বাড়বে। মাঝে দুবছর কোভিড এর জন্য অনুষ্ঠান করা যায়নি। তাই আমরা একটু হলেও পিছিয়ে পড়েছি। দুই বাংলার প্রায় ৮০জন কবি ও আবৃত্তিকার সহ প্রায় ১০০জন সাংস্কৃতিক শিল্পী উপস্থিত ছিলেন এবারের অনুষ্ঠানে। এই বছর বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেসমিন বন্যা, মাহমুদা খানম, মোস্তাফিজুর রহমান, আসলাম সানী, মঈন মুরসালিন, নাফে নজরুল, তাহমিদ আবরার, রশীদ হারুন সহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সহযোগিতা করেন প্রতিভা প্রকাশ, এবং শব্দ প্রকাশনী, ছোটদের কানামাছি, সপ্তডিঙ্গা, ফড়িংরাজা।

চৌরঙ্গীর ছায়া দেবী সংখ্যা প্রকাশ

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ১০সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কলেজ স্কোয়ারের অভিযান বুক ক্যাফেতে চৌরঙ্গী পত্রিকার ছায়াদেবী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। জগৎ জুড়ে উদার সুরে এই রবীন্দ্রসংগীতটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে উন্মোচিত হয় চৌরঙ্গী ছায়াদেবী সংখ্যাটি। গুণীজনদের বিভিন্ন উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষকে স্মরণ রেখে একটি নাতিদীর্ঘ দৃশ্যকাব্য শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদর্শিত হয়।

সেই সূত্রে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ শোনালেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া চারণকবি মুকুন্দদাস ছবির গোঠে আমি যাবো মাগো গানটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গানের এই দৃশ্যে পর্দায় রয়েছেন ছায়া দেবী। এ ছাড়া ছায়া দেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে ছবিতে ছায়া দেবীর নিজের গলায় গাওয়া দুটি গান শোনান ড শঙ্কর ঘোষ। তার মধ্যে প্রথমটি হল বাংলা ছবির আমার সকল দুঃখের প্রদীপ, অপরটি হারমোনিয়াম ছবির আহা ছল করে জল আনতে আমি যমুনাতে যাই।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছায়াদেবী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক নির্মল ধর, প্রযোজক–পরিচালক নারায়ণ রায়, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ধীরেন দাসের পুত্র অরবিন্দ দাস, প্রচ্ছদ শিল্পী কুশল ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। এমন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর বন্দোপাধ্যায় উপস্থিত সকল সম্মানীয় অতিথিদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কথা জানান। সঞ্চালক সোহম দাস নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাজটি সম্পাদন করেছেন। এ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্যের জন্য অনাবিল পত্রিকার সম্পাদক দূর্বা গাঙ্গুলির সহযোগিতাও স্মরণযোগ্য। ছায়া দেবীকে নিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্টজনের লেখায় সমৃদ্ধ এই চৌরঙ্গী পত্রিকা পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে অচিরেই তা হলফ করে বলা যায়।বিশেষ করে যাঁরা ছায়া দেবীকে নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের কাছে এ পত্রিকাটি অবশ্যই অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

মহালয়া উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গোলাড়িয়া 'বিশ্বনাথ নিকেতন'–এ মহালয়ার পুণ্য লগ্নে অনুষ্ঠিত কথা বাচিক পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহালয়ার দিন সকাল ৯টায় বর্ণময় এই অনুষ্ঠানে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন সীতানাথ ঘোষ (বিধায়ক জে বি পুর) গোপা ঘোষ (কর্মাধ্যক্ষা হাওড়া জেলা পরিষদ) রঞ্জন কুণ্ডু (জে বি পুর প্রধান) সৌমেন চক্রবর্তী (ওসি জে বি পুর থানা) পঞ্চানন সীট (সদস্য জেঃ সমিতি) এছাড়া উপস্থিত থাকবেন কাজল সুর, উষসী সেনগুপ্ত, কৃষ্ণপদ দাস, সুস্মিতা দাস, দেবাশীষ ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষ, স্বপন নন্দী, সাতকর্ণী ঘোষ, অসিত চট্টোপাধ্যায়, মানব রত্ন, সঞ্জিত চ্যাটার্জী, সৈকত নায়েক প্রমুখ শিল্পী ও অতিথিবৃন্দ।

''কথা বাচিক''এর শিল্পী বৃন্দ দ্বারা সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সকলের মন ইতিপূর্বেই ছুঁয়ে গেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে আসছে বহুদিন ধরে সুনামের সাথে। 'কথা বাচিক' যেন একটা পরিবার। তাদের সমবেত পরিবেশনা সকলকে আনন্দ দিয়ে আসছে। কবিতা, নৃত্য ও গানের সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজনে সকলে খুশি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় থাকছেন প্রিয়ঙ্কা ধওয়া, সৌম্য ঘাঁটা, কুন্তল সামন্ত, পরিকল্পনায় ও সহযোগিতায় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ভাবনায় ঝুমা চট্টোপাধ্যায়। সমস্ত অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সুন্দরবনে পুতুলনাচের কর্মশালা

উজ্জ্বল সরদার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় লোকজ ঘরানা হল ডাঙের পুতুলনাচ। ডাঙের পুতুল দণ্ড পুতুল নামেও পরিচিত। কারণ, এই পুতুল একটি বাঁশের দণ্ডের ওপর নির্ভর করে নাচিয়ে বা অভিনয় করিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করা হয়। অতীতে এই শিল্পীদের বহু গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে বসবাস ছিল– জেলার মন্দিরবাজার, জয়নগর, কুলতলি, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে। আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে ভুগতে এই পুতুলনাচ শিল্পের শিল্পী বা দলের সংখ্যা এসে ঠেকেছে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় বর্তমানে যে কয়েকজন শিল্পী আজও সম্মানের সঙ্গে টিকে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জয়নগর ব্লকের মায়াহাউরি গ্রামের সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা। এই সংস্থার কর্ণধার তথা এই পুতুলনাচ শিল্পের শিল্পী নিরাপদ মণ্ডল, যিনি বর্তমানে পাশের গ্রাম জীবনমণ্ডল হাটে তার বাড়িতে গত ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর দুইদিন ধরে পুতুলনাচ বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করলেন। নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির বিশেষ সহায়তায় এই পুতুল নাচের প্রশিক্ষণ তথা কর্মশালার আয়োজন হল সফল ভাবে। এই কর্মশালায় ১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত পড়ুয়ারা মূলত যোগদান করেছিল। তবে কয়েকজন বিশেষ আগ্রহী ১২ বছরের

নীচের বাচ্চাকে ও এই কর্মশালায় নিয়েছিলেন, তাদের পুতুলের ওপর বিশেষ উৎসাহ দেখে। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে মায়াহাউরি, পদুয়া, বটতলা, বাটরা প্রভৃতি গ্রাম থেকে বাচ্চারা এসে যোগদান করে। শিল্পী নিরাপদ মণ্ডল ও তার মেয়ে স্বর্ণশ্রী মণ্ডল অত্যন্ত যত্নসহকারে ফোম দিয়ে হাতি, প্রজাপতি, কাগজের ঠোঙা দিয়ে গ্লাভস পাপেট, কাগজের মুখোশ, প্লাস্টিকের বল দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈরি করা শেখালেন বাচ্চাদেরকে। এছাড়াও শিল্পী গৌতম হালদার কাগজ ভাঁজ করে অরিগামি শিল্প কৌশল ও শেখান বেশ উৎসাহের সাথে। প্রায় ২০ জনের অধিক বাচ্চা এই শিবিরে হাজির ছিলেন। তাদের দুই দিনের খাওয়া ও অন্যান্য পরিষেবা সহজেই প্রদান করেছেন উদ্যোক্তরা। বছরের বিভিন্ন সময়ে পুতুল নাচের মাধ্যমে বহু জনসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এই শিল্পীদল। প্রাচীন ঘরানার সাথে আধুনিকতার মিশেল ঘটিয়ে চমৎকার ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই ডাঙের পুতুলনাচের ধারাকে। সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা–র কর্ণধার নিরাপদ মণ্ডল একান্ত সাক্ষাতকারে জানালেন গ্রামীণ ডাঙপুতুলনাচের মত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা কয়েক প্রজন্ম ধরে এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছি। বর্তমান সময়ে শুধু এই শিল্প নির্ভর করে জীবন–জীবিকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ভীষণ কষ্টকর। আমরা বহুকষ্টে ভালোবাসার টানে আজও এই শিল্প নিয়ে আছি, প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলি, এই দুই দিনের আয়োজন ছিল আমাদের সারা বছরের কাজের একটি অংশমাত্র। এবার আমরা চেষ্টা করেছি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মূলত হাতেকলমে পুতুলনাচের পুতুল তৈরির কর্মশালার মাধ্যমে পুতুলনাচ শিল্প নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহকে আরও প্রসারিত করতে। আগামী দিনে তারা বেশী বেশী করে এই লুপ্তপ্রায় শিল্পধারায় যদি যোগদান করেন তাহলে হয়ত পুতুলনাচ শিল্পে উজ্জ্বল দিন এসে হাজির হবেই। আগামী দিনে আমরা এমন অনুষ্ঠান আরও বেশী বেশী করে আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর। পুতুলনাচের নতুন প্রজন্মের শিল্পী স্বর্ণশ্রী ও রাজশ্রী দুই বোন তাদের সাক্ষাতকারে জানালেন, পুতুলনাচ শিল্পকলাকে প্রচার, প্রসার ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও মূল্যায়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই বলে আমরা মনে করি। তাই এই শিল্পকলায় অনুরাগী ও আমাদের প্রজন্মকে উৎসাহিত করতেই এবং এই শিল্পকে সঠিক পথে চালিত করতেই আমাদের এমন প্রচেষ্টা। সংস্থার প্রবীণ শিল্পী প্রভাঞ্জন বৈরাগী, মধুসূদন মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও অন্যানদের সক্রিয় যোগদান ছিল বিশেষ নজরকাড়া। একথা স্বীকার করতেই হবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডাঙের পুতুলনাচ শিল্প ঘরানাকে জনগনের দরবারে অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী নিরাপদ মণ্ডল ও তার দল সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা। এমন কর্মশালার মাধ্যমেই হয়ত হারিয়ে যেতে চলা পুতুলনাচ শিল্প আবারও নতুন দিনের মুখ দেখবে বলেই আশা করা যায়।

দুটি বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধুর বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে স্মৃতিতে ডুব দিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর পবিত্র সরকার। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে বৃহস্পতিবার ৮ সেপ্টেম্বর বিকালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রায় চার দশক আগে বঙ্গবাসী

কলেজের ছাত্র জীবনের কথা স্মরণ করে দিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রাক্তন সাংসদ ও হাইকোর্টের বলিষ্ঠ আইনজীবী সর্দার আমজাদ আলিকে। লেখক সর্দার আমজাদ আলির দুটি বই দীপ প্রকাশন সংস্থার আহির ভৈরব ও জনস্বার্থ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হল এদিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর চিন্ময় গুহ। প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর, আইনজীবী সন্দীপ্ত বসু। অনুষ্ঠান সূচনা হল পার্থ দেবনাথের গান দিয়ে। 'আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'। এরপর সর্দার সাহিদ ইমাম–এর কণ্ঠে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'। অধ্যাপক চিন্ময় গুহ তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমাজ জীবন থেকে শুরু করে বহির্জগতের বহু বিষয় সম্পর্কে মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি প্রাণ পায় অসাধারণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক হাইকোর্টের বলিষ্ঠ আইনজীবী ও অধ্যাপক প্রমুখরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাইকোর্টের আইনজীবী সুচরিতা রায়। এদিনের প্রেসক্লাব সেসব স্মৃতিচারণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

জোড়া বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার মহানায়ক উত্তমকুমার মঞ্চে বসেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অনন্য আসর। পরপর আটখানি গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শতরূপা মুখোপাধ্যায়। এর সঙ্গে উপরিপাওনা ছিল কিংবদন্তী অভিনেতা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠ যা প্রোজেকশানের মাধ্যমে দেখানো হয়। ২০২০–তে যখন অতিমারী কিছুটা স্তিমিত, আবার একটু একটু করে কাজকর্ম শুরু হচ্ছে ঠিক তখনই ঝরঝর শ্রাবণধারা' শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অ্যালবামের রেকর্ডিং হয় যার পাঠে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতে শতরূপা মুখোপাধ্যায়। এর মাসখানেক বাদে সৌমিত্রবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রয়াত হন। তবে একটাই সান্ত্বনা, অ্যালবামের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে একথা তিনি জেনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ভাষ্যপাঠ – এই নিরিখে এটাই সম্ভবত ওনার শেষ কাজ। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এবং তৎকালীন অতিমারীজনিত সরকারি নানা বাধানিষেধ থাকায় অ্যালবামটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা আর সম্ভব হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাজটি এতদিনে সারলো এর নির্মাতা মিউজিক টু থাউজেন্ড' কোম্পানি। উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র–তনয়া পৌলমী বসু, মুখোমুখি' নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক বিলু দত্ত এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভঙ্কর সিনহা রায় যার আঁকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ছবি প্রোজেকশনে দেখানো হয়। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী শতরূপা মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার ছাত্রী। ওই ঘরানার কিছু স্বাদ পাওয়া গেল তাঁর গানে। তাঁর সঙ্গীত নির্বাচনও বেশ অভিনব। বেশ কিছু অল্পশ্রুত গান অনেক দিন পর শোনা গেল। তাঁর কণ্ঠে মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'ওগো সাঁওতালী ছেলে', 'আজি ঝড়ের রাতে', 'আজি গোধুলি গগনে' মন ছুঁয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন তবলায় পার্থ মুখোপাধ্যায়, কী বোর্ডে রাণা সরকার, বাঁশিতে প্রশান্ত পাল এবং পারকাসনে অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বকাপের আগে চাপে ভারত

অরিঞ্জয় মিত্র

ব্যর্থতা আর পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় ক্রিকেটের। এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর নিজেদের মাটিতে প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হল রোহিত ব্রিগেডকে। হার্দিক পাণ্ডিয়ার সৌজন্যে ২০৮ রান তোলার পরেও এভাবে হার কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ভারতীয় সমর্থকরা। যার জেরে টিম গঠন এবং স্ট্র্যাটেজি নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধছে। বিশেষ করে টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এ নিশ্চিতভাবে এক অশনী সংকেত। তবে যাঁকে দলে রাখা নিয়ে (সহঅধিনায়ক করা নিয়েও) প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল সেই কেএল রাহুল বেশ ভালো খেললেন। শুধু অর্ধশতরান করাই নয়, দেড়শোর বেশি স্ট্রাইকরেট রেখে রাহুল অন্তত তাঁর সম্পর্কে ওঠা যাবতীয় সমালোচনাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন। কেএল রাহুল ও সূর্যকুমার যাদব লাগাতার উইকেট পড়ার মধ্যেও রুখে না দাঁড়ালে ভারত হয়তো বড় রান করার দিকে যেতেই পারত না। আর দুশো পার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছেন হার্ড হিটার হার্দিক। এত বড় রানের পরেও হেরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কাটাছেঁড়ার মুখে পড়েছে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব। এটা ঠিক বিশ্বকাপের আগে তাঁকে বদলানোর প্রশ্নই নেই। কিন্তু ব্যাটিং লাইন-আপে হুটহাট অদলবদল, মোক্ষম সময়ে ঠিকমতো বোলারকে ব্যবহার না করা , ফিল্ডিংয়ে অগোছাল মনোভাব ও টপাটপ ক্যাচ গলানো সব কিছুই ভারতের বিরুদ্ধে গিয়েছে। প্রথম থেকেই মনে হয়েছে অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে টিম ইন্ডিয়া নেমেছে । ব্যাটিংয়ে রোহিত ও বিরাট ব্যর্থ হলেও পুষিয়ে দিয়েছেন কেএল রাহুল, সূর্য এবং হার্দিক। কিন্তু বোলিংয়ে অক্ষর পটেল ছাড়া সবাই ডাহা ফ্লপ। তবে সবথেকে ভুগিয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। বস্তুত ভুবি যেন এদিন ডোবানোর খলনায়ক হয়ে উঠেছিল। বুমরা না খেলায় সব দায়িত্বও ছিল ভুবনেশ্বরের ওপরেই। কিন্তু এতটাই খারাপ খেলেছে ভুবি যে তাকে নিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান কতটা সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবেশ খানের পর এখন ভুবনেশ্বর দুই বোলারই চূড়ান্ত ব্যর্থ। ভুবনেশ্বর কুমার এতটা অভিজ্ঞ হলেও এশিয়া কাপে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচের মোক্ষম সময়ে ডুবিয়েছেন। তারপর অজিদের বিরুদ্ধেই সেই হতাশার হ্যাটট্রিক। স্পিনার অক্ষর পটেল দারুণ বোলিং করলেও পেসার হর্ষল পটেল রীতিমতো খারাপ বোলিং করেছেন। ফলে চাপ আরও বেড়েছে। ভারতীয় দলে রবীন্দ্র জাদেজার অলরাউন্ড পারফরমেন্স ও বুমরার বুমবুম বোলিংয়ে অভাব বেশ অনুভূত হচ্ছে। তাও অনেক খারাপের মধ্যেও কেএল রাহুল, সূর্যকুমার ও হার্দিকের ব্যাটিং বিক্রম আশার খবর। বোলিং অ্যাটাকে কেন মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুররা নেই তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শেষপর্যন্ত পুরনো সব ব্যর্থতা ঝেরে ফেলে পৃথিবীর দুই শক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে মহড়া নিতে চলেছে ভারত। এশিয়া কাপে নকআউট পর্যায়ে থেকে বিদায়ের যে গ্লানি তাও পুরোদমে কাটিয়ে ফেলার অবকাশ রয়েছে এবার। এদের মধ্যে আবার অস্ট্রেলিয়াতেই বসতে চলেছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। কে না জানে সাফল্যের নিরিখে এখনও অস্ট্রেলিয়া দুনিয়ার এক নম্বর দল। তাও যেহেতু ফর্ম্যাটটা টি-২০-র তাই অজিদেরও এই নয়া সমীকরণে নিজেদের তুলে ধরার

ব্যাপার রয়েছে। প্রথম দলের অন্তত তিন তারকা ছাড়া ভারতে এসেছে অজিরা। যদি ভারতকে হারাতে না পারে তাহলে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে চাপে পড়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে। অন্যদিকে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা এমন একটি ক্রিকেটীয় দল যারা কখনই বিশ্বকাপ বা বড় মঞ্চে সফল নয়। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছাড়া বিশ্ব ক্রিকেট ভাবা এককথায় অসম্ভব। সেদিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জয় পাওয়াটাও ভারতের কাছে বড় ব্যাপার। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হলে ভারতকে সম্ভাব্য ফেবারিট ধরা হচ্ছিল। সীমিত ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে তাদের মাঠে ওয়ান ডে ও টি-২০ তে হারানো ভারতের পক্ষে আরও শিলমোহর লেপেছিল। উপর্যুপরি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে সফরেও ভারতের জয় এই আশায় আরও দোল এনেছিল।সেই জায়গা থেকেই ছবিটা পুরোপুরি পালটে গেল এশিয়া কাপে। আরবের মাঠে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের শুরুটা কিন্তু চেনা ছকেই করেছিল ভারত। পাকিস্তান বধের মাধ্যমে যে জয়ডঙ্কা বাজাতে শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া তাই মাত্র কয়েকদিনের তফাতে বিসর্জনে পালটে গেল। বস্তুত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার কাছে নকআউট পর্বে হেরে ছিটকে গিয়ে ভারত রীতিমতো মুহ্যমান একথা বলাই চলে। অথচ এই এশিয়া কাপই দীর্ঘদিন পর কোহলিকে ফর্মে ফিরিয়েছে। তিন বছর পর সেঞ্চুরিও পেয়েছেন তিনি। তাও এক ঝুরি হতাশা নিয়ে ফিরতে হল ভারতকে। এই জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করবে টিম ইন্ডিয়া? নাকী আরও বড় ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে তাদের? এসবই এখন বড় চর্চার বিষয়। অবশ্য তারজন্য বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। ভারত যদি অজি এবং প্রোটিয়া বধের মাধ্যমে বিশ্বকাপে যেতে পারে তাহলে অনেকটাই মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারবে। অপরদিকে ফের হারতে হলে এশিয়া কাপের গ্লানির ছায়া আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার যে শঙ্কা ইতিমধ্যেই ঘনীভূত করেছে।

ভারতের যে দিকটা সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছে হালফিলে তা হল অতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা। যদিও ভারতীয় শিবিরের যা মনোভাব তাতে এই অবস্থান থেকে সরে আসার আপাত কোনও সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে দল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলার পক্ষেই মত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এই ব্যাপারে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অভিমতও মোটের ওপর এক। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ওপেনিংয়ে ক্ষেত্রে অবশ্য খুব একটা পরীক্ষায় যাওয়ার ব্যাপার নেই। রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে দেখা যাবে সেই কেএল রাহুলকেই। কোচ রাহুলের মতোই ভারতীয় দলের বর্তমান সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুলও অনেকটাই ডিফেন্সিভ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। টেস্ট এর জন্য তিনি অতিঅবশ্যই বিবেচিত হবেন। কিন্তু তাই বলে টি-২০ ফর্ম্যাটে তাঁকে খেলানো কী একটু ঝুঁকির নয়। সেদিক থেকে অবশ্য রাহুলের পক্ষে যাবে টি-২০ র বড় মঞ্চ আইপিএলে তাঁর দুরন্ত ব্যাটিং। সেই রাহুলকেই গত কয়েকটি সিরিজে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই কেএল রাহুল অনেকটাই গুটিয়ে আছেন প্রতিনিয়ত। মাঝে করোনাতে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। সেই জড়তা ঝেরে ফেলতে পারবেন যত তাড়াতাড়ি ততই সফল হবেন। রাহুলের জন্য সবথেকে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার কম স্ট্রাইক রেট। স্ট্রাইক রেট বাড়াতে না পারলে টি-২০-র মঞ্চে সেভাবে দাগ কাটা যায় না। এই স্ট্রাইক রেট বাড়ানোর জন্য অজি এবং প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বড় রান পেতেই হবে রাহুলকে। তবে ৪০ বলে ৩৫ বা ৪৫ এর মতো রানে হবে না। বরং ৭০-৮০ রান করে দেড়শো শতাংশের বেশি উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে স্ট্রাইক রেটকে। তবে গিয়ে বলার মতো কিছু হবে। নাহলে কিন্তু শুধু রাহুলকে নয়, ভুগতে হবে ওপেনিং স্লট তথা পুরো টিম ইন্ডিয়াকে। রোহিত-রাহুল জুটি ঠিকমতো ক্লিক করলে তিন নম্বরে বিরাটের চাপ অনেকটাই কমে যাবে। আশার কথা কেএল রাহুল অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই নিজের জাত চিনিয়েছেন দুরন্ত স্ট্রাইক রেটের মাধ্যমে।

বিশেষ করে এই মুহূর্তে অনবদ্য ফর্মে থাকা কোহলি সেক্ষেত্রে ফুলফোর্সে খেলতে পারবে। চার থেকে ছয়ে আপাতত সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার ওপরই নির্ভর করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। সাত নম্বরে হয়তো একজন ব্যাটসম্যান খেলাবে ভারত। সেদিক থেকে অসামান্য ফিনিশার দীনেশ কার্তিককে খেলানো হতে পারে। কিংবা প্রয়োজনে বল করতে পারা কোনও ব্যাটারকে জুড়তে হবে। বোলিং বিভাগে দেশের মাঠে হয়তো দুই পেসার , দুই স্পিনারে খেলবে ভারত। বুমরার নেতৃত্বাধীন বোলিং অ্যাটাকে সঙ্গ দেবেন হয়তো হর্ষ পটেল যুজবেন্দ্র চহাল ও অক্ষর পটেল। ভারতীয় ক্রিকেটে হয়তো এভাবে দুই পটেলের সংমিশ্রণ ঘটবে। প্রসঙ্গত, মার্ক গ্রেটব্যাচরা যখন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটে ঝড় তুলেছিলেন ঠিক সেইসময়ই কিউয়ি বাহিনীর উল্লেখযোগ্য স্পিনার ছিলেন দীপক পটেল। এমনকি সেই অফ স্পিনারকে দিয়ে বোলিং ওপেন পর্যন্ত করিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটকে চমকে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতীয় ক্রিকেটের জোড়া পটেলের মধ্যে হর্ষল পটেল ব্যর্থ হলেও অক্ষর পটেল তাঁর স্পিন বলে ভেলকি দেখিয়েছেন অতিঅবশ্যই।

অস্ট্রেলিয়া এই টি-২০ বিশ্বকাপের শুধু আয়োজকই নয়, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদারও বটে। তাও আবার প্রথম দলের বেশ কয়েকজনকে ছাড়াও ভারতের মাটিতে অত্যন্ত ভালো পারফরমেন্স তাদের। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম চ্যালেঞ্জার ভারতও। ট্র্যাক রেকর্ড সেকথাই বলছে। কিন্তু রোহিতের দল এশিয়া কাপ থেকে যে ধারাবাহিক ব্যর্থতার মধ্যে পড়েছে তাতে চিন্তা বাড়ছে অনেকেরই। সবথেকে বড় কথা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগেও জেতার অভ্যেস গড়ে তোলাটাই প্রধান। কিন্তু টানা হার ভারতের পক্ষে নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অধিনায়ক রোহিতও দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না কোনওমতেই। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বক্তব্য, রোহিতকে বিশ্বকাপের আগে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু চাপের মুখে রোহিত যেভাবে নার্ভাস হয়ে পড়ছেন তা কাটাতে অধিনায়কের উচিত ধোনির মতো ঠান্ডা মাথার কারো পরামর্শ নেওয়া। প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাটের পরামর্শও এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। হার্দিক বা ঋষভ পন্থ যাঁদের আইপিলে অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রয়োজন তাঁদেরও সাহায্য নেওয়া। প্রধান কথা অগোছাল অবস্থা থেকে বেরোতে হলে সর্বাগ্রে টিম স্পিরিট জোরদার করতে হবে। সেজন্য বেশি করে আলাপ-আলোচনা দরকার। রোহিত অনেক বড় ব্যাটসম্যান হলেও অধিনায়ক হিসেবে সেভাবে ছাপ ফেলতে ব্যর্থ। বিগত আইপিএলেও মুম্বই ইন্ডিয়ন্সের মতো সবচেয়ে সফল দলের ক্যাপ্টেন হিসাবেও চূড়ান্ত ব্যর্থ তিনি। এই দিক মাথায় রেখেই আপাত ছক কষতে হবে টিম ভারতকে।

ফুটবল বিশ্বকাপ

তারকা ও ফুটবলের গেমপ্ল্যান

পারঙ্গম শাস্ত্রী : বিশ্বকাপ ফুটবল হল এমন একটি মঞ্চ যেখানে সবসময়ই নতুন তারকার আনাগোনা ঘটে। ষাট ,সত্তরের দশক ছিল পেলের জন্য বিখ্যাত। তাঁর পাশে সেসময় বড়মাপের আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন। ভাভা, ডিডি, গ্যারিঞ্চারা যে কোনও মুহূর্তে বিশ্বে তাক লাগাতে পারতেন। তাও এদের সব্বাইকে ছাপিয়ে পেলে হয়ে উঠেছিলেন মহীরূহ। বৃক্ষ অনেকই আছে। ফলেন পরিচয়ে সেই বৃক্ষরূপী ফুটবলাররাও কম যান না। তাও সবার ওপর পেলের নামটাই নেওয়া হয়। বাকিদের নাম কিছুটা কষ্টের সঙ্গে বলতে হয়, কার্যত স্মৃতিকক্ষের বাইরে তাঁরা। ব্রাজিল যে পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে তার তিনটেই পেলের মুন্সিয়ানায়। যে মানুষটি একটা নয় একেবারে তিন-তিনটি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন তাঁকে যে সবাই মাথায় করে রাখবে তা বলাইবাহুল্য। স্বমহিমায় এখনও ফুটবল সম্রাট হিসাবে বিরাজমান তিনি। পেলের খুব কাছাকাছি যে নামটি আলোচিত হয় নিঃসন্দেহে তিনি প্রয়াত মারাদোনা। অনেকে আবার মারাদোনাকে খানিক তোল্লাই দিয়ে ওপরে রাখেন। রাখবেন নাই বা কেন? পেলের জমানা যদি ষাট-সত্তরের দশক হয় তবে আশির রাজা তো মারাদোনাই। নব্বইয়ের নবাব বলাও যেত। যদি না ১৯৯০-র বিশ্বকাপ ফাইনালে পেনাল্টি গোলে জার্মানির কাছে হারতে না হত। মারাদোনাকে নায়ক বলার আরও একটি কারণ , তাঁর আমলেই একটি প্রজন্ম তৈরি হয়ে গিয়েছে যাঁরা আর্জেন্টিনা অন্তপ্রাণ। মারাদোনার পর সেই উত্তরাধিকার এই মুহূর্তে মেসির হাতে। মারাদোনা মাইলস্টোনের আগে পেলে আর ব্রাজিলের বাইরে বেরোতেই পারত না বাঙালি তথা ফুটবলপ্রেমীরা। সেই জায়গাতেই বিপ্লব ঘটান মারাদোনা এবং তৎসহ আর্জেন্টিনা।

অথচ ১৯৮২ তে মারাদোনার স্টার হওয়ার কথা ছিল। সেবছর পেলের সঙ্গে তুলনা টানা হচ্ছিল ব্রাজিলিয়ান হিরো জিকোর। ১২ বছর পর সেবছর বিশ্বকাপ জিততে উন্মুখ ছিল ব্রাজিল। ফুটবল দুনিয়াও যেন তাই চাইছিল। মারাদোনার নামটা জিকোকে ছাপিয়ে যাক সেটা বোধহয় কোন ব্রাজিলীয় চাইছিল না। তার ঠিক আগেরবার অর্থাৎ ১৯৭৮ য়ে মারিও কেম্পেসের আর্জেন্টিনা প্রথমবারের জন্য বিশ্বজয় করায় একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল নিশ্চিতভাবে। ১৯৮২ তে অবশ্য আর্জেন্টিনা সেভাবে দাগ কাটতে পারে নি। মারাদোনা তার স্কিলের নমুনা দেখালেও বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের কড়া ট্যাকলের সামলে কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। একটা

ধারনা তৈরি হয়েছিল মারাদোনা বা এরকম স্কিলফুল ফুটবলাররা জব্দ কড়া ডিফেন্সের সামনে। ৮২-র বিশ্বকাপে জিকো নায়ক হতে পারেন নি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পেনাল্টি মিস করে বড় ধিক্কারের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন জিকো। জিকো, মারাদোনাদের ছাপিয়ে এমনকি লাতিন আমেরিকানদের মুখের গ্রাস কেড়ে ইউরোপীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল ইতালি। সেই বিশ্বকাপের মহাতারকা হয়ে ওঠেন পাওলো রোসি।

১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপ পালটে দেয় পুরো বিশ্বফুটবলের পটচিত্র। মারাদোনা হয়ে ওঠেন প্রবাদপ্রতীম। বস্তুত, ৭০-এর দশকের পর ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ ঝলমল করবে ফুটবল মানচিত্রে। ১৯৯৪ র বিশ্বকাপ পর্যন্তও খেলেছিলেন মারাদোনা। কিন্তু ডোপিং বিতর্ক আমেরিকা বিশ্বকাপে পিছিয়ে দিয়েছিল মারাদোনাকে। পুরো আর্জেন্টিনা টিমটাই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ১৯৮৬-র ফাইনালে যেভাবে তার পাস থেকে জয়সূচক গোল পেয়েছিলেন বুরুচাগা, ভালদানোরা তা ঐতিহাসিক। বিশেষ করে জার্মান অধিনায়ক কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে জোড়া গোল করে ২-২ করার পরেও মারাদোনা একক দক্ষতায় আর্জেন্টিনাকে বিশ্বজয়ী করেছিলেন। ১৯৯০ তে মারাদোনা যদি একটু হলেও ভাগ্যের সহায়তা পেতেন তাহলে হয়তো জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নিতে পারত না । সেদিক থেকে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ চারটি বিশ্বকাপের মধ্যে তিনটিরই ফাইনাল খেলে আর্জেন্টিনা। বিশ্বজয় দুবার (১৯৭৮ ও ১৯৮৬)। আর্জেন্টিনা ফুটবলের ইতিহাসে এটাই নিঃসন্দেহে সোনালী সময়। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে ষাট, সত্তরের দশক যেমন সেরা হিসেবে চিহ্নিত। যদিও পরে বিশ্বকাপের খরা কাটিয়ে ১৯৯৪, ১৯৯৮ ও ২০০২ য়ে ফাইনাল খেলে ব্রাজিল। যার মধ্যে ৯৪ ও ২০০২ য়ে চ্যাম্পিয়নের তকমা মাথায় ওঠে। ১৯৯৮ এর ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে রহস্যজনক হার ছাড়া এই সময়টাও ব্রাজিল ফুটবলে অন্যতম সেরা ।

বেকেনবাওয়ার, রুমেনিগে, মুলাররাও নানাসময়ে সমৃদ্ধ করেছেন জার্মান ফুটবলকে। প্লাতিনি, জিনেদিন জিদান থেকে হালফিলের এমবাপে ফরাসী তারকারাও তাদের দেশকে গৌরবজ্বল অধ্যায় উপহার দিয়েছেন। ইতালির পাওলো রোসি, পর্তুগালের ইউসেবিও, রোনাল্ডো, হল্যান্ডের গুলিট, বাস্তেন রাইকার্ডরাও নিজেদের সময়ে তুখোড় খেলেছেন। স্পেনের তিকিতাকা ফুটবল থেকে ইতালির ডিফেন্সিভ গেম প্ল্যান বিশ্বফুটবলের ধারায় বৈচিত্র্য এনেছে। আবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার লাতিন ঘরানার স্কিল থেকে জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ডের পাওয়ার ফুটবল ফুটবলবিশ্বকে অলঙ্কৃত করেছে।

এবার পুজোয় আলিপুর বার্তার ডবল ধামাকা

লিখছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার
ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ড. দীপক বড়পন্ডা
ডা: শঙ্কর নাথ, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম আচার্য্য, বিভাস চক্রবর্ত্তি, সুখেন্দু হীরা,সুকুমার মন্ডল, কৃষ্ণা বসাক
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মাজী
অনিন্দিতা মন্ডল, মধুময় পাল
সহ অনেকে
কবিতা লিখেছেন আরও অনেকে

সাক্ষাৎকার দিয়েছেন
সন্দীপ রায়, চুণী গোস্বামী

ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন
দেবাশীষ দেব

আসছে....

কবিতা লিখছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, পি সি সরকার (জুনিয়র), ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পাঁচু গোপাল মাজী
রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে

সিনেমায় ভ্রমণ : ড. শঙ্কর ঘোষ
বিষ্ণুক্ষেত্রে ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

আসছে....

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com